সন্ধ্যা-রহস্য।

শ্রীচন্দ্রকুমার দেবশর্ম্মা চট্টোপাধ্যায়,

কর্ত্তৃক লিখিত।

প্রথম সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১১নং বেলভেডিয়ার রোড, আলিপুর, কলিকাতা।
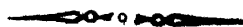
শকাব্দা—১৮৪৬।

সন—১৩৩১।

৬৬ নং রসা রোড্ (নর্থ) ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে
শ্রীভূপতি রায়চৌধুরী কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক
হিতৈষী যন্ত্রে মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ।

উৎসর্গ

পরম পূজ্যপাদ পরমার্চ্চনীয় গুরুদেব স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এই গ্রন্থখানি

প্রকাশিত হইয়া ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিরূপে

তাঁহার প্রীতির উদ্দেশে

অর্পিত হইল।

আলিপুর,
৫ই আশ্বিন,
সন ১৩৩১ সাল।

প্রণত —
শ্রীচন্দ্রকুমার শর্ম্মা।

ভূমিকা।

অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ত্রিসন্ধ্যা করিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকল ব্রাহ্মণই ইহা পালন করিয়া আসিতেন। আজকাল অতি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণই ইহার অনুষ্ঠান করেন। মনে হয়, একমাত্র আলস্যই ইহার প্রধান কারণ। কেহ কেহ ইহার নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়া ক্ষান্ত দিয়াছেন; আবার কেহ কেহ বলেন যাহার কোন অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না এতাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই কি, আর না করিলেই বা কি? যাঁহারা একটু তর্কপরায়ণ তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব্বে অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণই গতানুগতিক পন্থা অবলম্বনে চলিতেন এবং সমাজের ভয়ও যথেষ্ট ছিল, সুতরাং সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া কি করিতেছেন, তাহা না জানিয়াও তাঁহারা ইহার অনুষ্ঠান করিতেন। এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে এই দুইএর কোনটিই নাই; সুতরাং সন্ধ্যা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। আরও শুনা যায় যে, যখন উদরান্নের সংগ্রহ করিবারই সময় হয় না, তখন এই সকল অর্থশূন্য কার্য্যের জন্য সময় কোথায় পাওয়া যাইবে? পূর্ব্বকালে টাকায় দশমন চাউল ছিল; ব্রাহ্মণদিগের অন্নচিন্তা ছিল না, কাজেই তাঁহারা বুঝিয়াই হউক, বা না বুঝিয়াই হউক, ইহা পালন করিতেন।

কেহ কেহ বলেন সন্ধ্যা করিলে পূণ্য হয় না, না করিলে পাপ হয়; ইহার বিশেষ কোন সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে শাস্ত্রপাঠে এইমাত্র জানা যায় যে, সন্ধ্যা উপাসনা নিত্য বা আপ্তকর্ম্ম; নিত্য বা আপ্তকর্ম্মের ফলশ্রুতি নাই, যেহেতু ইহার ফল চিত্তের সমতা মাত্র। যে কর্ম্মে বিষয়প্রাপ্তি ঘটায় না তাহার ফলশ্রুতি থাকে না। অশান্তচিত্তে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে প্রমাদ এবং মোহ উৎপন্ন হয় এবং তন্নিবন্ধন কর্ম্মকর্ত্তা পাপে বা দুঃখে পতিত হয়েন।

যে কারণেই হউক সন্ধ্যাকরণ সম্পূর্ণ নিরর্থক, ইহা আজকাল প্রায়

সকলেরই ধারণা হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণের যথাসর্ব্বস্ব তো এক প্রকার গিয়াছে, যাহা কিছু আছে তাহাও যাইতে বসিয়াছে। এই আসন্নকালে বোধ হয় একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিলে দোষের হইবে না। সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় সোহং স্বামী (৺শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁহার সমালোচনায় বলিয়াছেন যে, 'অঘমর্ষণ' মন্ত্রের অর্থ নিতান্ত অসঙ্গত। বেদ অভ্রান্ত বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহাদের অগত্যা ঐ মন্ত্র পাঠ করিতেই হয়। কিন্তু যাঁহারা বিচারপরায়ণ তাঁহাদের পক্ষে ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যদ্যপি কোন সাধক ব্রাহ্মণ আজীবন সন্ধ্যা করিয়া দৈববশতঃ ইহার কিছু অর্থবোধ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে জানাইলে তিনি বাধিত হইবেন ইত্যাদি। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, সোহং স্বামীর ন্যায় পণ্ডিতও এই সকল মন্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে কষ্ট পাইয়াছিলেন। স্বর্গীয় রমেশ বাবু বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ যাহা বৃহৎ দেখিতেন তাহারই উপাসনা করিতেন। সন্ধ্যাবন্দনাও তাঁহার মতে, বোধ হয়, এই স্থূল পরিদৃশ্যমান জল, তেজ, বায়ু, প্রভৃতি কয়টি প্রাকৃতিক পদার্থের উপাসনা মাত্র হইবে। সূর্য্য নিত্য উদিত হইতেছেন ও নিত্য অস্ত যাইতেছেন, জল-বায়ু-আকাশাদি ভূতগণ যাহা আছে তাহা চিরদিনই আছে ও থাকিবে; ইহাদের স্তুতির প্রয়োজন কি? শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সঙ্কলিত ও অনূদিত সন্ধ্যাপ্রয়োগের বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন যে, "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি ঋকৃত্রয়ের অর্থ দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এস্থলে কেবল বাহ্য দেহ শুদ্ধির জন্য জড়পদার্থ জলের উপাসনা হইতেছে এরূপ নহে; কিন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গেই আভ্যন্তর মন ও আত্মার শুদ্ধির জন্য জ্ঞানময় পরব্রহ্মের উপাসনা হইতেছে। গায়ত্রী পরিদৃশ্যমান সূর্য্যের বাহ্যিক তেজের উপাসনা নহে, উহা সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বরের জ্ঞানরূপ তেজের উপাসনা ইত্যাদি; এই কথাগুলি খুব সত্য, কিন্তু যথাযথভাবে তত্ত্ব

উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক অর্থসংযোগ ব্যতীত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণ সন্তানদিগকে বুঝান বড়ই শক্ত। কেহ হয়তো বুঝিয়াও আলস্য বা লোক-লজ্জা ভয়ে অনুষ্ঠান করিবেন না; কিন্তু যদ্যপি তত্ত্ববোধ পূর্ব্বক একজনও এপথে প্রবৃত্ত হয়েন তাঁহার জন্যও একবার চেষ্টা করিয়া দেখা উচিৎ।

এই জগতে জীব মাত্রেই নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকে। শরীর রক্ষা, স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন, গৃহাদি নির্ম্মাণ, দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, চলন, স্বপন, শ্বসন্ ইত্যাদি সকলই কর্ম্মশ্রেণীর অন্তর্ভূত। কর্ম্মমাত্রই আত্মার প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে প্রীতি নাই, সেখানে কর্ম্ম হয় না। যদি বলেন যে, দ্বেষেও কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার উত্তর এই যে, তাহার মধ্যেও প্রীতি আছে, যেহেতু দ্বেষ করিয়া ঐ দ্বেষকারীর আত্মা প্রসন্ন থাকে, নচেৎ আত্মা অস্থির হইয়া পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্মসকলের প্রারম্ভে প্রীতি বা অনুরাগ বলিয়া একটি পদার্থ জন্মিয়া থাকে যদ্ব্যতীত কোন কর্ম্ম প্রভবিত হয় না। এই অনুরাগের সহিত আত্মা প্রকাশ হয়েন বা জন্মেন। অব্যক্ত আত্মার অভিব্যক্তি আদিতে এই অনুরাগ অবলম্বনেই হইয়া থাকে এবং অনুরাগের বিষয়কে প্রকাশ করিয়া তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া থাকেন। এই অনুরাগকে শাস্ত্রে "রস" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতি যথা "রসো বৈ আত্মা," "আপোজ্যোতী-রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্" ইত্যাদি। গীতায় বলিয়াছেন "রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়"। অতএব আপ্ বা জল এবং রস একই পদার্থ। সুতরাং সন্ধ্যায় লিখিত আপ্ বা জল বা রসের উপাসনা সেই অব্যক্ত আত্মার কর্ম্মের আদিতে যে রসরূপ প্রথম অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তাহার অর্থাৎ অনুরাগাত্মার উপাসনা। এই কর্ম্মানুরাগকে যদ্যপি পবিত্রতার সহিত রক্ষা করা যায় তবে সেই নির্দ্দোষ অনুরাগের দ্বারা প্রকাশিত বিষয় এবং বিষয়ের সংযোগরূপ কর্ম্ম সকলই নির্দ্দোষ এবং পবিত্র হইয়া থাকে।

কর্ম্মশরীর তিনভাগে বিভক্ত যথা—কায়, মন এবং বাক্য। পূর্ব্বলিখিত অনুরাগ কি প্রকারে এই কায়মনবাক্যাত্মক ত্রিবিধ শরীরে প্রকাশ হইয়া এই ত্রিবিধ শরীরের বিষয় ধারণ পূর্ব্বক কি প্রকারে এক অব্যক্ত আত্মায় লীন হইতেছে, সন্ধ্যাবিধিতে তাহার ক্রম দেখাইয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব তিনটি কর্ম্মমূর্ত্তিই এই ত্রিতয়ের স্বরূপের আভাস। ফলতঃ তিনে মিলিয়া এক আত্মারই স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে।

"একমূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
নানাভাবং প্রযান্তি যে মুক্তিস্তস্য ন জায়তে ॥"

গায়ত্রীতে ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিবিধ বিভাগই এই কায়মনবাক্যাত্মক শরীরকে নির্দ্দেশ করিতেছে। কর্ম্মকালে পদস্খলন হইলে কর্ত্তৃত্বাভিমানী অহংকার কামরাগের বশীভূত হইয়াছেন বুঝিতে হইবে। ইহার উদ্ধারই সূর্য্যোপস্থান। কামরাগযুক্ত পতিত অহংকারকে শুদ্ধসত্ত্ব অহংএ পুনঃ স্থাপনই এই সূর্য্যোপস্থানের উদ্দেশ্য।

'আত্মরক্ষা' মন্ত্রের দ্বারা সর্ব্বপ্রকাশক বিশুদ্ধ অহং বা অগ্নি কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবার বাধাবিঘ্নগুলিকে ভস্মসাৎ পূর্ব্বক সকল দুঃখের নাশ করুন ইহা বলিতেছেন অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নাশ করিবার উপদেশ করিতেছেন, যাহাতে দুঃখ দূর হইয়া সুখের প্রতিষ্ঠা হইবে।

"অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥" গীতা।

এই সকলের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, নির্ম্মল চিত্তে প্রকাশিত পবিত্র অনুরাগের দ্বারা সঙ্কলিত বিষয়সংযোগে কায়মনবাক্যাত্মক ত্রিবিধ শরীরে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া পুনরায় সেই অব্যক্ত ক্লেশশূন্য

পরমপদে অধিষ্ঠিত হওনের উপদেশ এই সন্ধ্যাবিধিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

উপাসনা প্রকৃতিরই হইয়া থাকে। অন্তর ও বাহির ভেদে প্রকৃতি দ্বিবিধ, যথা—শরীর ও জগৎ। "প্রকৃতিঃ প্রতিকৃতিঃ প্রতিবিম্বস্বরূপ ইত্যর্থঃ।" আত্মার প্রতিবিম্বকে ধারণ করিয়া প্রকৃতি এই সমগ্র শরীর ও জগৎকে প্রকাশ করিয়া তাহাতে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। এই প্রকৃতিকে ধরিয়া সাধনা করিলে কর্ম্ম সকল সুসম্পন্ন হয় এবং পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় পূর্ব্বক জীব চিরশান্তি লাভ করিয়া থাকে। অন্তর ও বাহিরের প্রকৃতির বিষয় সংক্ষেপে একটু বলা যাইতেছে। দেহপিণ্ড শরীর নামে উক্ত এবং জগৎপিণ্ডকে বিশ্ব বলে। ফলতঃ দুইই এক। তন্ত্র বলিতেছেন—

"বিশ্বং শরীরমিত্যুক্তং পঞ্চভূতাত্মকং মুনে।
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিতেজোভির্জীবব্রহ্মৈক্যরূপকম্॥"

দেহপিণ্ড যথা—পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্রা, মন, বুদ্ধি, অহংকার এবং প্রকৃতি।

"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥" গীতা।

জগৎপিণ্ড যথা—ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোম পঞ্চ স্থূলভূত, সূর্য্য, চন্দ্র এবং অগ্নি।

"অথাগ্নী রবিরিন্দুশ্চ ভূমিরাপঃ প্রভঞ্জনঃ।
যজমানঃ খমষ্টৌ চ মহাদেবস্য মূর্ত্তয়ঃ॥" ইতি শব্দমালা।

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে ঈশ্বর এই উভয়ের ঐক্য করিয়া বলিতেছেন যথা—

"অস্থিমাংসং নখঞ্চৈব ত্বগ্লোমানি চ পঞ্চমং।
পৃথ্বী পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে॥
শুক্রশোণিতমজ্জা চ মলমূত্রঞ্চ পঞ্চমং।
অপাং পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে॥
নিদ্রাক্ষুধাতৃষা চৈব ক্লান্তিরালস্য পঞ্চমং।
তেজঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে।

ধারণং চালনং ক্ষেপং সঙ্কোচং প্রসরস্তথা।
বায়োঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে॥
কামং ক্রোধং তথা মোহং লজ্জা লোভঞ্চ পঞ্চমং।
নভঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে॥"

অন্তরের বা শরীরের ভূতগণের সহিত বাহিরের ভূতগণের অনবরত আদান-প্রদান চলিতেছে। শরীরে রস আছে, বাহিরেও রস বা জল আছে। শরীরস্থিত রসের আধিক্যে রেচনাদি দ্বারা ত্যাগ করিতে হয় এবং অভাবে বাহির হইতে গ্রহণ দ্বারা তাহার পূরণ করা হইয়া থাকে। অতএব এই বাহির ও অন্তর উভয় লইয়া রস বা জল পূর্ণ। এই প্রকারে শরীরস্থিত মন, বুদ্ধি এবং অহংকার যথাক্রমে চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নির সহিত ক্রিয়া করিতেছে।

"ঈড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী।
ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে স্থষুম্না চ স্বরস্বতী॥
তাসাং মধ্যে ব্যবস্থিতা অহংকারমনোবিয়ঃ।
সূর্য্যসোমাগ্নিসংকাশাঃ যোগিনাং যোগসম্মতঃ॥" ইতি তন্ত্রম্॥

চিত্ত নির্ম্মল হইলে এই আদান-প্রদান প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইয়া থাকে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবিকার দূর করিলে তবে সৃষ্ট পদার্থের সহিত শরীরের সম্বন্ধ এবং উভয়ের সংযোগের স্বরূপের জ্ঞান হইবে। উদাহরণ যথা—বাজি রাখিয়া মিষ্টান্ন খাইলাম; জিদ্ বা মান রক্ষা করিতেই হইবে, শরীর যাক্ আর থাক্; এই জিদ্ বা মানরূপ মল চিত্তে থাকাতে মিষ্টান্নরূপ বহির্জগতের এবং শরীররূপ অন্তর্জগতের প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান লোপ পাইল এবং আহারান্তে হয় তো প্রাণান্ত ঘটিল। চিত্ত সংযত থাকিলে এই মল উৎপন্ন হইতে পারিত না। ইহার নাম সংযম এবং এই প্রকার সংযত হইতে শিক্ষা করার নামই প্রকৃতির সাধন। অতএব প্রকৃতির সাধন বলিতে বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগত উভয়ের সামঞ্জস্য বা একত্রীকরণ বুঝা

যাইতেছে। অতএব যাবতীয় বহির্জগতস্থিত অগ্নি, বায়ু, বরুণ, সূর্য্যাদি পদার্থের সহিত অন্তর্জগতের বা শরীরের যে আদান-প্রদান বা সংযোগ-বিয়োগ এবং তদ্বারা যে দেহ এবং দেহীর পুষ্টি নিত্য হইতেছে তাহার মনন এবং নিশ্চয়করণই এই সন্ধ্যাউপাসনারূপে আর্য্য ঋষিগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে। এই আদানপ্রদান যজ্ঞের অবশিষ্ট যাহা তাহাই সনাতন ব্রহ্ম এবং ইহা প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হইলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়।

"সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম।" গীতা।

"বিদিত্বা সপ্ত সূক্ষ্মাণি ষড়ঙ্গঞ্চ মহেশ্বরম্।
প্রধান বিনিয়োগজ্ঞঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥" বায়ুপুরাণম্।

মনুষ্য মাত্রেরই ইচ্ছা যে, শান্তিতে জীবনযাপন করে এবং সর্ব্বপ্রকারে সুশৃঙ্খলাভাবে কর্ম্মসকল সমাধা হয়। মঙ্গলময় আর্য্য ঋষিগণেরও ইহা উত্তমরূপে জানা ছিল। তাঁহারা ভাল করিয়া বুঝিয়া ছিলেন যে, শান্তি বা অশান্তির বীজ কর্ম্মের মধ্যে নিহিত আছে; সুতরাং কর্ম্ম করিবার পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিয়া তাঁহারা এই শাস্ত্রগুলির প্রণয়ন করিয়াছিলেন; তাঁহারা আরও জানিতেন যে, কেবলমাত্র উপদেশে কাজ হইবে না, অনুষ্ঠানেরও বিশেষ প্রয়োজন, তাই তাঁহারা এই প্রকার স্থূলসূক্ষ্মবিমিশ্রিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা করিয়া এই মরজগতে চিরদিনের জন্য অমর হইয়া আছেন। অনুষ্ঠানের প্রাধান্য তাঁহারা চিরকালই দিয়া আসিয়াছেন কারণ অনুষ্ঠান ব্যতীত কোন বিষয়ের ধারণা স্থির হয় না। শাস্ত্রেও লিখিত আছে—

"শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ।
যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ সঃ বিদ্বান্॥

"অভ্যস্য চতুরোবেদান্ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈবহি।
পরমার্থং ন জানাতি দর্ব্বীপাকরসং যথা ॥
যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা ন চ চন্দনস্য।
তথৈব শাস্ত্রাণি বহুন্যধীত্য সারং ন জানন্ খরবৎ বহেৎ সঃ ॥"

এখন ইহার মধ্যে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, অনুষ্ঠান করিয়া যাহাদের উপদেশ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে তাহাদের অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তর এই যে, প্রথমতঃ লোকশিক্ষার জন্যও তাঁহাদের অনুষ্ঠান প্রয়োজন।

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।" গীতা।

দ্বিতীয়তঃ উপদেশ বদ্ধমূল হইলেও যাবৎ শরীর আছে তাবৎ যখন কর্ম্ম করিতে হয় এবং প্রতি কর্ম্মে যখন তাঁহাদের বহিপ্র্কৃতি এবং অন্তপ্র্কৃতি একত্র হইয়া কর্ম্মসকল সমাধা করিয়া থাকে, তখন তাঁহাদের প্রতি কর্ম্মে সন্ধ্যা উপাসনা স্বভাবতই সম্পন্ন হইয়া থাকে, অতএব অনুষ্ঠানের ত্যাগ হইল কৈ? এবম্বিধ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির জন্যই তো শ্রুতি বলিতেছেন "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত।" তিনবার সন্ধ্যা করার কথা দূরে থাক্ তাঁহারা অহরহঃ অর্থাৎ সর্ব্বদা সকল কর্ম্মেই সন্ধ্যা করিতেছেন।

মন্ত্রার্থ লিখিবার কালে আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার ইচ্ছা থাকিল। শ্রদ্ধাযুক্ত পাঠক ধৈর্য্যসহকারে পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিলে পরিশ্রম সার্থক হইবে।

১১ নং বেলভেডিয়ার রোড,
আলিপুর, কলিকাতা।
৫ই আশ্বিন, সন ১৩৩১ সাল।

শ্রীচন্দ্রকুমার দেবশর্ম্মণঃ
চট্টোপাধ্যায়স্য।

সন্ধ্যা-রহস্য।

অথ সামগানাং সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ।

অথ—ইহা একটি মঙ্গলবাচক শব্দ। অথ এবং ওঁকার প্রত্যেক কর্ম্মের আদিতে স্মৃত হইলে কর্ম্মসকল মঙ্গলময় হইয়া থাকে।

"ওঁকারশ্চাথ শব্দশ্চ দ্বাবেব ব্রহ্মণা পুরা।
কণ্ঠং ভিত্বা বিনিষ্ক্রান্তৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ॥" স্মৃতি।

কর্ম্মারম্ভে চিত্ত অবিকৃত থাকিলে অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি বিষয়ে চিত্ত কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদি বিকারশূন্য হইলে "অথ" শব্দের যথার্থ স্মরণ করা হইয়া থাকে। "অথ" শব্দের প্রকরণ যথা :—"অ"কার—ইহা অক্ষরের আদিবর্ণ এবং "আ"কারের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী; আকার অর্থাৎ আকৃতিযুক্ত সকল বস্তুই এই মাতৃস্বরের সংযোগে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই "অ"কার ক্ষর বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া অক্ষর নাম ধারণ করিয়াছে। "অক্ষরাণাং অকারোঽস্মি" ইতি গীতা। উত্তরগীতাতে অকার সম্বন্ধে বলিতেছেন যথা—

"কাকীমুখককারান্তো হ্যকারশ্চেতনাকৃতিঃ।
অকারস্য চ লুপ্তস্য কোঽনর্থ প্রতিপাদ্যতে॥"

"ক"কার ব্যঞ্জনবর্ণ ও বিষয়রূপী। মাতৃস্বর "অ"কার ব্যতীত ইহার ব্যঞ্জকত্ব নাই, যেহেতু অকার সংযোগে (ক অ+অ ক=) "কাক" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া আকৃতিযুক্ত চেতন পক্ষীর প্রকাশ করিতেছে। অকার লুপ্ত হইলে

ব্যঞ্জন বর্ণ বা বিষয়ের কোন অর্থই প্রতীতি হয় না ; অতএব এই আদিস্বর অকার ব্রহ্মের চেতনাকৃতিসূচক মূলাপ্রকৃতিকে বুঝাইতেছে, যদ্ব্যতীত ব্রহ্ম স্পন্দিত পর্য্যন্ত হইতেও সমর্থ হয়েন না। "থ" শব্দ স্থানবাচক ; স্থা ধাতু হইতে উৎপন্ন, ইহা স্থিতি শব্দের বোধক। আত্মার বা ব্রহ্মের প্রকাশ-ক্ষেত্র এই বিশ্ব বা শরীর "থ" শব্দ প্রতিপাদ্য। অতএব এই "অথ" শব্দের দ্বারা অন্তর্প্রকৃতি "অ"কাররূপী আত্মার এবং বহির্প্রকৃতি "থ"কাররূপী বিশ্বের একত্রীকরণ দেখাইয়া পূর্ণ আত্মা বা পরমাত্মা মাত্রকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইহা সদাই মঙ্গলময় এবং সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে ইহার দ্বারা এই পরমাত্মারই স্মরণ করা হইয়া থাকে ; সুতরাং ওঁকারের ন্যায় ইহাও পরমাত্মার বাচক।

"যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥"

সামগানাং—সামবেদী ব্রাহ্মণগণের। পূর্ব্বকালে এক বেদ এবং সর্ব্ববাক্যময় প্রণব মাত্র ছিল। একমাত্র দেব নারায়ণ, এক অগ্নি এবং একমাত্র বর্ণ ছিল ; ত্রেতাযুগের প্রথমে পুরূরবা নামে নৃপতি কর্ত্তৃক বেদ তিন ভাগে বিভক্ত হয়।—

"এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ॥
পুরূরবস এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতাযুগে নৃপ॥"

ইতি ভাগবত-পুরাণম্।

বেদ বিভাগের পর বেদ এবং বেদশাখা ভেদে ব্রাহ্মণগণও পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ যিনি যে বেদ বা বেদশাখা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই বেদের নাম অনুসারে বিশেষিত হইতেন। যথা,—ঋগ্বেদী, সামবেদী, যজুর্ব্বেদী (মাধ্যন্দিনীশাখা), যজুর্ব্বেদী (কাণ্বশাখা),

অথর্ব্ববেদী, ইত্যাদি। কেহ কেহ একাধিক বেদ গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহারা দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্ব্বেদী, ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তানগণ অদ্যাপিও ঐ সকল নামে পরিচিত হয়েন। এই সন্ধ্যাবিধি সামবেদী ব্রাহ্মণগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সূক্ষ্ম বিচারপূর্ব্বক দেখিলে বুঝা যাইবে যে, একই বেদ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পর্য্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে। যেমন এক ব্রহ্ম কর্ম্ম-বিভাগহেতু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন নামে অভিহিত হইয়াছেন, তদ্রূপ একই বেদ কর্ম্মের আদি, মধ্য ও অন্ত বিভাগক্রমে ঋক্, যজুঃ ও সাম নামে উক্ত হইয়াছে।

"সৃষ্টৌ চ ঋঙ্ময়ো ব্রহ্মা স্থিতৌ বিষ্ণুর্যজুর্ম্ময়ঃ।
রুদ্রঃ সামময়োঽন্তে চ তস্মাত্তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ॥"
ইতি মার্কণ্ডেয়-পুরাণম্॥

কর্ম্মের মনন (মন্ত্র) অংশ ঋক্, যজ্ঞ অর্থাৎ অনুষ্ঠান (সংযোগ) অংশ যজুঃ এবং সমাপ্তি বা লয় (জ্ঞান) অংশ সামবেদ নামে খ্যাত। এই ত্রয়ীর ধারক বুদ্ধিরূপ চতুর্থ বেদ অথর্ব্বণী নামে উক্ত। এই চতুর্থ বেদ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে প্রকাশ হইয়াছিল (উত্তরাৎ প্রকটীভূতং বদনাত্তত্ বেধসঃ)। কর্ম্মান্তে চিত্ত সাম্যে অবস্থিত হইলে সামগঃ নামে উক্ত হয়, সেইজন্য সামই সকল বেদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গীতাতে বলিয়াছেন। "বেদানাং সামবেদোঽস্মি"।

"অকারশ্চৈব ঋগ্বেদ উকারো যজুরুচ্যতে।
মকারঃ সামবেদস্তু ত্রিষু যুক্তোঽপ্যথর্ব্বণঃ॥" তন্ত্রম্॥

সন্ধ্যা—"শিবশক্তিসমাযোগো যস্মিন্‌কালে প্রজায়তে।
সা সন্ধ্যা কুলনিষ্ঠানাং সমাধিস্থে প্রজায়তে॥"

যে কালে শিবের সহিত শক্তির সংযোগ হয়, কুলনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের

তাহাই সন্ধ্যা। সমাধিস্থ হইলে এই সন্ধ্যা সম্পূর্ণ হয়। চিত্ত চলমান্ হইলে শক্তির প্রকাশ হয় এবং চিত্ত স্থির হইলে শিবত্ব হইয়া থাকে। অতএব যখন চলমান্ চিত্ত স্থিরত্বে পরিণত হয়, তখনই শিবশক্তির সংযোগ হইয়া থাকে। ইহারই নাম সমাধি। সমা ধীঃ ইতি সমাধিঃ। বিষয় বুদ্ধি যখন বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে পরিণত হয়, তখনই সমাধি হইয়া থাকে ইহা বুঝিতে হইবে।

"চলচ্চিত্তে বশেচ্ছক্তিঃ স্থিরচিত্তে বশেচ্ছিবঃ।
স্থিরচিত্তো ভবেদ্দেবি দেহস্থোঽপি স সিদ্ধতি॥" তন্ত্রম্।

ইহাই শিবশক্তি সংযোগ এবং ইহাই সন্ধ্যা বলিয়া কথিত।

প্রকারান্তরে যথা :—সম্যক্ ধ্যায়তে ইতি সন্ধ্যা। ধ্যানের সম্যকত্ব হইলে সন্ধ্যা হইয়া থাকে। মনের শূন্যত্ব অর্থাৎ মনস্থিত সংকল্পের নিশ্চিন্তত্বই ধ্যান নামে কথিত। "ন ধ্যানং ধ্যানমিত্যাহুর্ধ্যানং শূন্যগতং মনঃ"। ইহা কর্ম্মান্তেই হইয়া থাকে। "নিশ্চিন্তো ব্রহ্ম উচ্যতে"। যাঁহারা নিশ্চিন্ত অর্থাৎ সদাই নিরুদ্বেগ এবং সদাই বিষয়ে নির্লিপ্ত তাঁহাদের সন্ধ্যা সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই প্রকার সাধকের জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত"। অহনি অহনি অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকাশ অবস্থায় অর্থাৎ প্রতি কর্ম্মে সন্ধ্যার উপাসনা করিবে। ফল সম্বন্ধে চিত্তচাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া নিরুদ্বিগ্ন ও নির্লিপ্তভাবে এক আত্মাতে অবস্থানপূর্ব্বক কর্ম্ম করিবে। ইহা হইল সন্ধ্যার পরিপক্ক অবস্থা। এবম্বিধ অবস্থা প্রাপ্তির জন্য কর্ম্ম করিবার যে উপদেশ, তাহাই সন্ধ্যাবিধি বলিয়া খ্যাত।

প্রয়োগ :—প্রকৃষ্টং যুজ্যতে ইতি প্রয়োগঃ। বিষয়সংযোগরূপ কর্ম্মে এই ভাবের অবতারণা প্রয়োগ অর্থে বোদ্ধব্য। সন্ধ্যার প্রয়োগ অন্তর্জগৎ অর্থাৎ শরীর এবং বহির্জগৎ এই উভয়েই হইয়া থাকে। অন্তর এবং বাহ্য

এই উভয় লইয়া আত্মা পূর্ণ। কর্ম্মের প্রকাশ শরীরে তিনটি ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। যথা কায় (ইন্দ্রিয়), মন (সংকল্প-বিকল্প) এবং বাক্য (ভাব)। শব্দস্পর্শাদি বিষয়সকল এই এক একটি ক্ষেত্রে সঙ্গত হইয়া এক একটি সন্ধ্যার সৃষ্টি করিতেছে। আত্মাতে ধারণা স্থির রাখিয়া এই কায়-মন-বাক্যাত্মক ক্ষেত্রে ত্রিবিধ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিলে ত্রিসন্ধ্যা করা হইয়া থাকে।

ইহা অন্তর্যাগ নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বহির্জগতে সূর্য্যের উদয়াস্ত কাল (দিবাভাগ) প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়াহ্ন ক্রমে বিভক্ত হইয়া ত্রিসন্ধ্যা নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রাতঃকালকে সৃষ্টি, মধ্যাহ্নকে স্থিতি এবং সায়াহ্নকে লয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। বিষয় মাত্রেরই এই ত্রিবিধ অবস্থা হইয়া থাকে। ইহাই কর্ম্মের আদি, মধ্য এবং অন্ত নামে কথিত। প্রাকৃতিক জগতের সহিত এই পঞ্চভূতাত্মক শরীরের আদান-প্রদান অনবরত চলিতেছে; ইহাতে শরীর এবং তদধিষ্ঠিত মনবুদ্ধ্যাদি পুষ্ট হইতেছে। এই আদান-প্রদান বা সংযোগ-বিয়োগের স্বরূপ অবধারণ করিবার জন্য আর্য্য ঋষিগণ বাহ্যতঃ ত্রিসন্ধ্যা করিবার প্রয়োজন কল্পনা করিয়াছেন। বাহ্যজগতে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ (জল), ইত্যাদি ইহারাই প্রধান। এই সকলের সংমিশ্রণে জগৎপিণ্ড স্থিত আছে, ইহাদের ক্রিয়াসকল শরীরে বিশেষরূপে বলবৎ। পঞ্চভূতাত্মক শরীর ধারণে ইহাদের আদান-প্রদান যে কিরূপ প্রয়োজন, তাহা আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন, তবে ইহারা অন্তর্জগতে কিরূপ ক্রিয়া করিতেছে এবং ত্রিসন্ধ্যা অনুষ্ঠান দ্বারা তাহাদের স্মৃতি কি করিয়া সংরক্ষিত হইয়া প্রত্যেক কর্ম্মে জীবকে জাগাইয়া রাখে, তাহাই এক্ষণে আলোচনার বিষয়। সন্ধ্যা-প্রয়োগের অর্থে তাহারই বিজ্ঞান আধ্যাত্মিক ভাবে দেখাইবার চেষ্টা করা যাইবে। মানুষের মনুষ্যত্ব এই আধ্যাত্মিক উন্নতির উপর নির্ভর করে এবং এই আধ্যাত্মিক উন্নতির

জন্য প্রাচীন ঋষিগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বাহ্যতঃ ত্রিসন্ধ্যার অনুষ্ঠান এই অন্তর্যাগরূপ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ধারণাকে কর্ম্মে স্থির করিবার অভ্যাস মাত্র। শরীরের সংযম হইলে মনের সংযম এবং মন সংযত হইলে চিরশান্তি লাভ হয়; তবে এখানে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, ইত্যাদি প্রাকৃতিক পদার্থের স্তুতির বা উপাসনার তাৎপর্য্য কি? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, প্রাচীন আর্য্যদিগের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যখন যেটির প্রয়োজন হইত, তখনই তাঁহারা সেই পদার্থে আত্মচৈতন্যের প্রতিবিম্ব আরোপ করিয়া তাহার স্তুতি করিতেন। বেদে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। পাঠকদিগের অবগতির জন্য দুই একটি নিম্নে দেওয়া গেল।

বেদে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে স্তুতি হইতেছে যথা—

"যুনক্ত সীরা বি যুগা তনুধ্বং কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজং।
গিরা চ শ্রুষ্টিঃ স ভরা অসন্নো নেদীয় ইৎসৃণ্যঃ পক্বমেয়াৎ॥" ৩।১০১।১০ম

অর্থ:—লাঙ্গলগুলি যোজনা কর। যুগগুলি বিস্তার কর। এই স্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাতে বীজ বপন কর। আমাদের স্তবের সহিত আমাদের অন্ন পরিপূর্ণ হউক। সৃনিগুলি (কাস্তে) নিকটবর্ত্তী পক্ক-শস্যে পতিত হউক।

"সীতে বন্দামহে ত্বার্বাচী সুভগা ভব।
যথা নঃ সুমনা অসো যথা নঃ সুফলাভুবঃ॥" ৩।১৭।৮ মণ্ডল।

অর্থ:—হে সুভগে! লাঙ্গলের রেখায় তুমি অধিষ্ঠান কর, আমরা তোমার বন্দনা করি, যেহেতু তুমি যেন প্রসন্ন হও এবং বসুমতীকে সুফলা করিয়া দাও।

"শুনং নঃ ফালা বিকৃষন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা অভি যন্তু বাহৈঃ।
শুনং পর্জ্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তং॥" ৮।৫৭।৪ মণ্ডল।

অর্থ।—ফাল সকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক, রক্ষকামী বলীবর্দ্দের সহিত সুখে গমন করুক। পর্জ্জন্য মধুর জলদ্বারা পৃথিবী সিক্ত করুন। হে শুনাসীর! আমাদিগকে সুখ প্রদান কর। আজকাল বোধ হয় বিশ্বকর্ম্মা পূজার দিন যন্ত্রাদির এবং শ্রীপঞ্চমীতে দোয়াত কলমের পূজা ইহারই রূপান্তর মাত্র। আর্য্য ঋষিদিগের মতে জড় বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না। সকলই চৈতন্যযুক্ত বলিয়া তাঁহাদের ধারণা স্থির ছিল। ইহা দেখা যায় যে, পদার্থসকল সজাতীয় না হইলে তাহাদের সম্পূর্ণ সংযোগ বা সমান ধর্ম্ম প্রাপ্তি হয় না, সুতরাং বহির্জগতের পদার্থের সহিত অন্তর্জগতের বা শরীরের সংমিশ্রণ পূর্ণ করিবার জন্যই বহির্জগতের সর্ব্ব পদার্থেই আত্মচৈতন্যের প্রতিবিম্ব স্থাপন করিয়া তাঁহারা একজাতীয় করিয়া লইতেন এবং ইহাই স্তুতি শব্দের মুখ্য অর্থ। ইহাই বাহ্যাত্মা এবং অন্তরাত্মার মিলন। সকল পদার্থই কি শরীরে এবং কি বাহিরে এক আত্মা হইতে উৎপন্ন, এক আত্মাতেই স্থিত এবং এক আত্মাতেই লয় হইতেছে; অতএব তাহারা একত্রীকৃত হইয়া যে এক আত্মারই বিকাশ করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? প্রাচীন ঋষিগণ পুষ্পাদি চয়ন করিতেন তাহাতে স্তুতিবাদ ছিল, নববস্ত্র পরিধান করিতেন তাহারও স্তুতি করিতেন, আহার করিতেন তাহাতে অন্নের স্তুতি করিতেন, কোথাও যাত্রা করিতেন তাহাতে দিক্‌পতির স্মরণ করিতেন এবং এমন কি একখানি পত্র লিখিবার কালেও স্তুতিবাদ না করিয়া লিখন আরম্ভ করিতেন না, সুতরাং তাঁহারা যে, সূর্য্যসোমাগ্নি প্রভৃতি পদার্থের স্তুতি করিবেন, তাহার আর কথা কি? তাঁহারা সোঽহংভাবে বিভোর থাকিয়া জল, স্থল, মরুৎ, ব্যোম, সূর্য্য, সোম, অগ্নি, গিরি, নদী, বৃক্ষ, লতা, স্থাবর, জঙ্গম সর্ব্বত্র ভেদজ্ঞান-রহিত হইয়া একাত্মভাবে পরমাত্মার বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া বেদমন্ত্রদ্বারা সেই পরমাত্মারই স্তুতি করিতেন। ইহা জড়ের স্তুতি নহে—সেই সর্ব্বময় পরম পুরুষেরই

পূজা। তাঁহারা জ্ঞাননেত্রে দেখিতেন এই জগৎ সমস্তই—"ঈশা বাস্যম্।"

"ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥" শ্রীশ্রীচণ্ডী॥

তত্রাদৌ আচমনম্।—

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্॥

অর্থ--ওঁ যথা—"ওঁকারশ্চাথ শব্দশ্চ দ্বাবেব ব্রহ্মণা পুরা।
কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনিষ্ক্রান্তৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ॥"

"ওঁ" একটি মাঙ্গলিক শব্দ। ব্রহ্মা বা ইচ্ছাশক্তির কণ্ঠ ভেদ করিয়া ইহা কর্ম্মের আদিতে উঠিয়াছিল। ইহাকে একাক্ষর ব্রহ্ম, ব্রহ্মের বাচক ইত্যাদি বলিয়া থাকে। ফলতঃ অবিকৃত, স্বভাবস্থিত, আদিতে প্রকাশ ইচ্ছাশক্তির নাম এই ওঁকার।

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥" গীতা॥

এই ইচ্ছাশক্তি কর্ম্মের আদিতে অবিকৃত বা অমোহিত থাকিলে সকল কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। জ্ঞানের সমাপ্তিতে আর কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি হয় না; এইজন্য কর্ম্মের আদিতে ওঁকারের আহরণ বা অমোহিত-চিত্তে কর্ম্মের অনুষ্ঠানের উপদেশ করিতেছেন। সুতরাং ইহার প্রয়োগ সর্ব্বকর্ম্মের আদিতে হইয়া থাকে। ইহার আর একটি নাম প্রণব।

"বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ।
বাচকেঽপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রসীদতি॥"

ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বর—বাচ্য এবং ওঁকার—বাচক। বাচকের দ্বারাই বাচ্যের নির্দ্দেশ হয়। এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মের বাচক। সৃষ্টি বা সৃষ্ট পদার্থ না থাকিলে স্রষ্টা বা তাঁহার শক্তির কোন পরিচয়ই পাওয়া যাইত না। অতএব এই সমগ্র সৃষ্টি ধরিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ইহা একাক্ষর অর্থাৎ এক এবং অক্ষর। দ্বিতীয় নাই বলিয়া এক এবং ক্ষরণ হয় না অর্থাৎ সর্বব্যাপী বলিয়া অক্ষর। অ, উ এবং ম অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় একত্রে নাদ-বিন্দুদ্বারা ধৃত হইয়া এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। নাদ অর্থে শব্দ। ইহাই আনন্দময়ী প্রকৃতির বোধক। নন্দনার্থে নাদ সংজ্ঞা। ইহা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বর্ণ। তন্ত্রে ইহাকে "ব্রহ্মস্বরূপঘোষবিশেষঃ" বলিয়াছেন।

"অর্দ্ধেন্দুঃ অর্দ্ধমাত্রা চ কলাবাণী সদাশিবঃ।
অনুচ্চার্য্যা তুরীয়া সা বিশ্বমাতৃকলাপরা॥"

বিন্দু শিবাত্মক। ইহা বীজস্বরূপ। এই নাদ এবং বিন্দু প্রকৃতি-পুরুষরূপে জ্ঞেয়। ইহারাই একত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব বা সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক প্রকৃতিকে ধারণ করিয়া আছেন।

"বিন্দুঃ শিবাত্মকো বীজং শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ।
সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ॥" সারদাতিলকঃ।

"বিন্দুঃ শিবাত্মকস্তত্র বীজং শক্ত্যাত্মকং স্মৃতম্।
তয়োর্যোগে ভবেন্নাদস্তাভ্যো জাতাস্ত্রিশক্তয়ঃ॥" ক্রিয়াসারঃ।

বিশ্লেষণ করিলে ইহা হইতে এক একটি জগৎ অর্থাৎ সৃষ্টিজগৎ, স্থিতি-জগৎ এবং লয়জগৎরূপে প্রতিভাত হয় এবং একত্রে থাকিলে ব্রহ্মের বাচক ওঁকার হয়। যে সত্তায় সত্ত্ববান্ থাকিয়া এই সৃষ্টিস্থিতিলয়াদি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশিত হইতেছে, সেই পূর্ণ সত্তাই এই ওঁকার। চিত্তে কামবশতঃ লিপ্ততা উৎপন্ন হইলে এই ওঁকার বিশ্লিষ্ট হইয়া পৃথক্ পৃথক্

প্রতীয়মান্ হয় এবং চিত্ত নির্লিপ্ত থাকিলে ওঁকার পদ সিদ্ধ হয় বা ওঁকারে স্থিতি হয়। সকল জগতে যত স্ত্রীমূর্ত্তি আছে তাহাতে স্ত্রীমাত্র ধারণা যতক্ষণ স্থির থাকে, ততক্ষণ তাহার পূর্ণত্ব থাকে কিন্তু যেই মাত্র রামের মা, শ্যামের মা, ইত্যাদি ব্যক্তিগত বিশেষ ধারণা উৎপন্ন হয়, তখনই পৃথক্‌জ্ঞান-হেতু রজোগুণের বিকাশ হইয়া পূর্ণ সত্ত্বার অপলাপ করিয়া থাকে। ইহা প্রণবের বিপরীত ক্রিয়া। এবম্বিধ দ্বিত্বের বা পৃথক্‌জ্ঞানের ধারণাদ্বারা পূর্ণ-আমি বা আত্মাও পৃথক্ হইয়া যায়।

এই ওঁকার শব্দের দ্বারা কণ্ঠৌষ্ঠাদির উচ্চার্য্য ওঁকার যেন কেউ মনে না করেন।

"দন্তৌষ্ঠতালুজিহ্বানামাস্পদং যত্র দৃশ্যতে।
অক্ষরত্বং কুতস্তেষাং ক্ষরত্বং বর্ত্ততে সদা॥
অঘোষমব্যঞ্জনমস্বরঞ্চ অতালুকণ্ঠৌষ্ঠমনাসিকঞ্চ।
অরেখজাতং স্বরমুষ্মবর্জ্জিতং তদাক্ষরং ন ক্ষরতে কথঞ্চিৎ॥"

উত্তরগীতা।

অতএব সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, ক্ষরণরহিত এবং সত্ত্বামাত্রে অবস্থিত দন্তৌষ্ঠতালুজিহ্বাদির অবিষয় যে পূর্ণ পদার্থ তাহাই ওঁকার। ইহা সর্ব্বকর্ম্মের উদ্যোগ এব শুভত্বের প্রবর্ত্তক।

"প্রণবস্য ঋষির্ব্রহ্মা গায়ত্রীচ্ছন্দ এবচ।
দেবোঽগ্নিঃ পরমাত্মা স্যাদ্যোগো বৈ সর্ব্বকর্ম্মসু॥"
যোঽসাবাদিত্যপুরুষঃ সোঽসাবহমনন্ত ওম্।
জ্ঞানানি শুভকর্ম্মাদীন্ প্রবর্ত্তয়তি যঃ সদা॥" অগ্নিপুরাণম্।

বিষ্ণুঃ ও বিষ্ণুর পরমপদ=সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত সত্ত্বার নাম বিষ্ণু। এবম্বিধ ধারণা স্থির হইলে যে চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদিত হয়, তাহার নাম বিষ্ণুর পরমপদ অথবা মনের বিলয় বা পূর্ণত্বই এই পরমপদ বলিয়া জানিবে,

"তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" উত্তরগীতা। রজোগুণাত্মক মনের বিভাগবৃত্তি এবং গুণভেদের একত্রীকরণে তাহার সাম্যাবস্থা বা লয় অত্র বোদ্ধব্য। ইহা সম্যক্ প্রকারে অভ্যস্ত হইলে মন নিশ্চিন্ত হয়। শাস্ত্রে ইহাকে মনের ব্রহ্মত্ব বলিয়াছেন—"নিশ্চিন্তো ব্রহ্মউচ্যতে"।

আততং=চক্ষুর্নিরোধাভাবেন বিশদং সম্যক্ বিস্তৃতং পশ্যন্তি তদ্বৎ। আতনোতি বিস্তারং করোতি ইত্যর্থঃ। সূরয়ঃ=বিদ্বাংসঃ। ক্রিয়াবান্ পুরুষই অত্র বোদ্ধব্য। "যস্ত ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ সঃ বিদ্বান্"।

আকাশে চক্ষু যেরূপ অপ্রতিরুদ্ধভাবে দেখিতে পায়, সেইরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ বিষ্ণুর সেই পরম পদ সর্ব্বদা দেখিতে পান।

আভাস।—ক্রিয়াদ্বারা পদার্থসকলের স্বরূপের অবগতি হয়। যাঁহারা ইহা অবগত আছেন, তাঁহারাই বিদ্বান্ নামে কথিত। পদার্থের স্বরূপ বা স্বভাব অবগত হইয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ যখন সেই সেই পদার্থের সংযোগরূপ ক্রিয়া করেন, তখন তাঁহাদের চিত্ত অভ্রান্ত থাকে অর্থাৎ কোন প্রকার রূপমোহ তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান করিতে পারে না; সুতরাং কর্ম্মকালে তাঁহাদের চিত্ত শান্তিতেই অবস্থান করে। সেইহেতু প্রত্যেক কর্ম্মের প্রারম্ভেই এই আচমন মন্ত্রের আবৃত্তি করিতে হয়। ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, নির্ম্মল আকাশ যেরূপ দর্শনকার্য্যে চক্ষুর কোন বাধা প্রদান করে না, তদ্রূপ নির্ম্মল চিত্ত কর্ম্মের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে, কর্ম্মকালে সংগৃহীত বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিয়া অবাধে কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে দেয়; অতএব এই আচমন নির্ম্মলচিত্তে কর্ম্ম আরম্ভ করিবার একটি উপদেশমাত্র।

অর্থান্তর যথা—আচমেৎ প্রক্ষালয়েৎ ভুক্তাবশেষমিতি আচমনম্। ভুক্তাবশেষ [illegible] মুখ হইতে প্রক্ষালন করার নাম আচমন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভোগবিষয়বৃত্তি চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চমুখে সংস্কাররূপে রক্ষিত থাকে। ইহারাই

ইন্দ্রিয়মুখের ভুক্তাবশেষ। এই গুলির প্রক্ষালন বা অপসারণপূর্ব্বক বর্ত্তমানে কর্ম্ম করিতে হয়, নচেৎ সংস্কারাবদ্ধ জীব কর্ম্মের গতি প্রত্যক্ষ করিতে পারে না এবং তজ্জন্য কর্ম্মসকলও সুসম্পন্ন হয় না। কর্ম্ম সুসম্পন্ন না হইলে জ্ঞানও প্রকাশ হয় না এবং শান্তিও লাভ করা যায় না। এই জন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের স্থূলতঃ জলদ্বারা মার্জ্জন এবং সূক্ষ্মভাবে তদধিষ্ঠিত বিঘ্ন-কর্ত্তা সংস্কারের অপসারণ এই আচমন শব্দের অর্থ। ভূতশুদ্ধিপ্রকরণে ইহা বিশেষরূপে বলিয়াছেন, যথা—

"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি (শরীরে) সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥"

গীতায় বলিতেছেন যথা—

"যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥"

(ইত্যাচাম্য কালাতিপাতে গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ)।

অর্থ—এই মন্ত্রে আচমন করিয়া কিছুক্ষণ পরে দশবার গায়ত্রী-জপ পূর্ব্বক মার্জ্জন করিবে অর্থাৎ তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাযোগে) মস্তকে জল প্রোক্ষণ করিবে এবং নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥ ১॥

অর্থ। ওঁ ধন্বন্যাঃ আপঃ নঃ শং (কুর্ব্বন্তু)। নূপ্যাঃ আপঃ শমনঃ সন্তু, সমুদ্রিয়া আপঃ নঃ শং কুর্ব্বন্তু, কূপ্যাঃ (আপঃ) শমনঃ সন্তু।

মরুদেশোদ্ভব জল আমাদিগের মঙ্গল করুন; অনূপ অর্থাৎ জলপ্রদেশোদ্ভব জল আমাদিগের কল্যাণপ্রদ হউন। সমুদ্রের জল আমাদিগের মঙ্গল করুন; কূপোদ্ভব জল আমাদিগের কল্যাণপ্রদ হউন।

আভাস।—যে চারি প্রকারের জল প্রধানতঃ পৃথিবীতে পাওয়া যায় তাহাদের উল্লেখ করিয়া জলের স্তুতি করিয়েছেন ; যেহেতু পানাবগাহনাদির দ্বারা ইহারা স্থূল শরীরকে সতত রক্ষা করিয়া থাকে। স্থূলতঃ জলের উপকারিতার উপলব্ধি এবং কর্ম্মারম্ভে তদ্বিষয়ের মননই স্তুতিবাদ বলিয়া বোদ্ধব্য। আধ্যাত্মিকভাবে দেখিতে যাইলে ইহা বুঝা যাইবে যে, কর্ম্মের আদিতে চিত্তে যে অনুরাগ উৎপন্ন হয়, তাহাই এই আপ বা রস নামে উক্ত। শ্রুতি যথা—"রসো বৈ আত্মা"। গীতায় বলিতেছেন "রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়", "পুষ্ণামি চৌষধী সর্ব্বা সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ"। স্মৃতি বলিতেছেন "অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ"। এই কর্ম্মানুরাগ বিশুদ্ধ এবং নির্ম্মল হউক, ইহাই প্রার্থনা করিতেছেন। অনুরাগ বিশুদ্ধ হইলে বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইয়া উত্তম ব্রহ্মকর্ম্মসকল সম্পন্ন হইবে, নচেৎ বুদ্ধি নাশপ্রাপ্ত হইয়া আত্মাকে বদ্ধ করিবে এবং ত্রিতাপের উৎপত্তি হইবে। কল্যাণপ্রদ হইতে হইলে বস্তুমাত্রেরই নির্ম্মলত্ব প্রয়োজন। নিম্নলিখিত শ্লোকে দ্বাদশ প্রকার চিত্তমলের বিষয় পুরাণকার বলিয়াছেন—

"শোকঃ ক্রোধশ্চঃ লোভশ্চ কামো মোহঃ পরাসুতা।
ঈর্ষ্যা মানো বিচিকিৎসা কৃপাসূয়া জুগুপ্সতা।
দ্বাদশৈতে বুদ্ধিনাশহেতবো মানসা মলাঃ॥" কালিকাপুরাণম্॥

শোক, ক্রোধ, লোভ, কাম, মোহ, নিদ্রা তন্দ্রা আলস্যাদির পরবশতা, ঈর্ষা, অভিমান, সন্দেহ সংশয় ও ভ্রম, কৃপা (ঘৃণা); অসূয়া অর্থাৎ গুণেতে দোষারোপ এবং নিন্দা এই মলগুলিকে চিত্ত হইতে কর্ম্মারম্ভে দূর করিলে তাহাতে কল্যাণপ্রদ অনুরাগ প্রকাশ হইয়া কর্ম্মও কল্যাণপ্রদ হইবে। ইহারই আবৃত্তি বা মনন রসের বা জলের স্তুতি। এই জল (রস বা অনুরাগ) চারি প্রকার যথা—মরুদেশোদ্ভব জল, জলাদ্রদেশোদ্ভব জল, সমুদ্রের জল এবং কূপোদ্ভব জল। ইহা মনের

চারিটি অবস্থামাত্র। অভাবক্লিষ্ট নীরস মনে যে কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি বা অনুরাগ তাহাকে মরুদেশোদ্ভব জল, বিষয়মাত্রে আসক্তি বশতঃ চিত্তে যে কর্ম্মানুরাগের উৎপত্তি হয় তাহাকে জলাদ্রদেশোদ্ভব জল, সার্ব্বজনীন যে অনুরাগ বা প্রীতি ভোগসঙ্গবর্জ্জিত হইয়া উৎপন্ন হয় তাহাকে সামুদ্রিক জল এবং বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে চিত্ত আবদ্ধ হইয়া যে কর্ম্মানুরাগের উৎপত্তি করে তাহাকে কূপোদ্ভব জল বলিয়া বুঝিতে হইবে। জীবমাত্রেরই কর্ম্মের প্রারম্ভে এই চারিটির মধ্যে কোন না কোন একটির উন্মেষ দেখা যায়, তাই প্রার্থনা করিতেছেন যে, মনের যে কোন অবস্থাতে কর্ম্ম আরম্ভ হউক না কেন সকলগুলিই যেন আত্মায় সমাপ্ত হইয়া মঙ্গলময় ভাব ধারণ করে এবং কল্যাণপ্রদ হয়, ইহাই এই শরীরে জলের উপাসনার তাৎপর্য্য।

গীতায় বলিতেছেন—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥"

ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণে বাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥ ২॥

অর্থ। ওঁ (যথা) দ্রুপদাৎ (বৃক্ষমূলাৎ) স্বিন্নঃ (ঘর্ম্মাক্তঃ জনঃ) মুমুচানঃ (মুক্তো ভবতি), (যথা) স্নাতঃ (কৃতস্নানঃ জনঃ) মলাৎ (রসাদের্ম্মুক্তো ভবতি), (যথা) পবিত্রেণ (আজ্যসংস্কারবিধিনা) আজ্যং (ঘৃতং) পূতং (ভবতি) (তথা) আপো মা (মাম্) এনসঃ (পাপাৎ) শুন্ধন্তু (পাবয়ন্তু)।

ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি তরুতলে বসিয়া যেরূপ ঘর্ম্মমুক্ত হয়, স্নাত ব্যক্তি যেরূপ মলমুক্ত হয়, ঘৃত যেরূপ সংস্কারবিধি দ্বারা পবিত্র হয়, জল আমাকে সেইরূপ সমস্ত পাপ হইতে বিশুদ্ধ করুন।

আভাস। স্থূল অর্থের আভাস আবশ্যক করে না। উদাহরণগুলি পরবর্ত্তী মন্ত্র সকলের সহিত সঙ্গত করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, স্থূল অর্থ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক অর্থে ইহার প্রয়োগ বিশেষরূপে ব্যক্ত হইতেছে। মলযুক্ত চিত্তের নির্ম্মলতা প্রাপ্তিই এই সকল উদাহরণে বিশেষ প্রকাশ আছে। ফলতঃ আমার কর্ম্মানুরাগ যেন বিশুদ্ধ থাকিয়া আমাকে দুঃখ-গ্লানি হইতে মুক্ত রাখেন, ইহাই এই মন্ত্রের মনন্।

ওঁ আপোহিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে ॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ উশতীরিব মাতরঃ ॥ ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৩ ॥

অর্থ। হে আপো! হি (যস্মাৎ) (যূয়ং) ময়োভুবঃ (ময়ঃ=সুখং তস্য ভুবো=ভাবয়িত্র্যঃ) স্থ (সুখদায়িন্যো ভবথ) (তস্মাৎ) নঃ (অস্মান্) ঊর্জ্জে (অন্নায়) দধাতন (স্থাপয়ত) ; মহে (মহতে) রণায় (রমণীয়ায়) চক্ষসে (দর্শনায় দধাতন স্থাপয়ত)। হে আপো! বঃ (যুষ্মাকং) যো রসো শিবতমো (অত্যন্তকল্যাণস্বরূপঃ) তস্য (রসস্য) ইহ (অস্মিন্নেব শরীরে) নঃ (অস্মান্) উশতীঃ (ইচ্ছাবত্যঃ) মাতরঃ ইব ভাজয়ত (ভাগিনঃ কুরুত তেন রসেন সমৃদ্ধান্ কুরুত)।

হে আপো! বঃ (যুষ্মাকং) তস্মৈ (তস্মিন্ রসে) অরং (অলং পর্য্যাপ্তিং) গমাম (গচ্ছামঃ) যস্য (রসস্য) ক্ষয়ায় (ক্ষয়ে স্থানে) জিন্বথ (আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ আত্মানং বা প্রীণয়থ) চ নঃ (অস্মাকং) জনয়থ (যূয়ং তং রসং পরিকল্পয়থ ইতি)।

হে জল! যেহেতু তোমরা সকল সুখের জনয়িতৃস্বরূপ, অতএব আমাদের অন্নের বিধান কর এবং সেই মহারমণীয় দর্শনেরও বিধান করিয়া

দাও। হে জল! তোমাদিগের যে রস বা অনুরাগ অত্যন্ত মঙ্গলস্বরূপ, হিতাকাঙ্খিনী মাতার ন্যায় এই দেহে আমাদিগের প্রতি সেই রসের বা অনুরাগের বিধান কর অর্থাৎ আমাদিগকে সেই রসে তৃপ্ত কর। হে জল! তোমাদিগের সেই রস যেন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হই, যে রসের ক্ষয়ে অর্থাৎ লয়ে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত জগৎ বা আত্মা তৃপ্ত হয়েন; আমাদিগের জন্য তোমরা সেই রসের কল্পনা বিধান কর।

আভাস।—এই মন্ত্রগুলি অধ্যাত্মভাবকে আরও কেমন সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। অনুরাগে প্রবৃত্তি এবং বিরাগে নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহা সকলেরই জানা আছে। অতএব অনুরাগই যে সর্ব্ব বিষয়ের প্রকাশক এবং সংযোগকর্ত্তা তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। ইহা সুপথগামী হইলে সুখের উৎপত্তিহয়। তাই বলিতেছেন যে, সুখের জনয়িতা অনুরাগ যেন আমাদের অন্নের বা ভোগ্যবিষয়ের যথাযথভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চমুখে শব্দ-স্পর্শরূপরসাদি ভোগ্যবিষয়মাত্রই অন্ননামে কথিত। অনুরাগ স্বভাবে থাকিয়া এই ভোগ্যবিষয়গুলিকে যথাযথভাবে শরীরে সঙ্গত করাইলে মহৎসুখের দর্শন বা প্রাপ্তি ঘটাইয়া থাকে, অর্থাৎ ভোগ্যবিষয়গুলি আত্মাতে সমাপ্ত হইলে একমাত্র আনন্দই অবশিষ্ট থাকে, ইহাই পরমজ্ঞান বা পরমসুখ। গীতায় বলিয়াছেন যথা—"সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্"। আত্মায় রমণ করে বলিয়া অনুরাগ এবং অন্নাদি বিষয় সকলই রমণীয় হইয়া যায়। আত্মায় রমণ করিবার অর্থ এই যে, অন্নপানীয়াদি ভোগ্যপদার্থ সকল পানভোজনান্তে রক্তমজ্জাবসামাংসাদিরূপে পরিণত হইয়া একমাত্র আত্মার বা আমিরই রূপ ধারণ করে। এই মন্ত্রের শেষে "ক্ষয়ায়" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা সপ্তমীতে চতুর্থী হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, ভোগান্তে রসের বা অনুরাগের লয় হইয়া থাকে এবং আত্মা প্রীত হয়েন; আত্মার প্রীতিতে সমস্ত জগৎ প্রীত হইয়া থাকে। "তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥"

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঅর্ণবঃ ॥ ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥ ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥ ৪ ॥

অর্থ। অভীদ্ধাৎ (অভি সর্ব্বতোভাবেন ইদ্ধাৎ নির্ম্মলাৎ) তপসঃ (শরীরতিতিক্ষণং তপঃ স্বভাবস্থিতাৎ শরীরাৎ) ঋতঞ্চ (বাক্যঞ্চ) সত্যঞ্চ (তৎপ্রতিপালনঞ্চ) অধ্যজায়ত ; আদৌ "সোঽহং বহুস্যাম" ইত্যেব কল্পনা, তস্যাঃ কল্পনায়াঃ প্রতিপালনেচ্ছা ঋতঞ্চ সত্যঞ্চেতি শব্দদ্বয়েন বোদ্ধব্যম্। স্বভাবস্থিতাৎ অব্যক্তাৎ আত্মনঃ আদৌ কর্ম্মারম্ভে এতে উভে অধ্যজায়েতাম্ আত্মানম্ অধিষ্ঠায় সমুৎপন্নে ভবতঃ। ততঃ (তদনন্তরং) রাত্রিঃ (অব্যক্তা অব্যাকৃতা পরমা প্রকৃতিরিত্যর্থঃ) অজায়ত (সমুৎপন্না) ততঃ (তদনন্তরং) সমুদ্রোঽর্ণবঃ (এতয়োঃ দ্বয়োঃ সমাযোগাৎ বিকারময়সম্ভবং সমষ্টিবুদ্ধিস্বরূপং মহত্তত্ত্বং পূর্ণানুরাগঃ ইত্যর্থঃ) অজায়ত। সমুদ্দ্রবন্তি অস্মাদ্ ভূতজাতানীতি সমুদ্রঃ ইতি (সায়ণভাষ্যম্)। (ততঃ) সমুদ্রাদর্ণবাৎ (পূর্ণানুরাগান্মহতঃ) অধিসংবৎসরঃ (ষন্মাসাঃ উত্তরায়ণং ষন্মাসাঃ দক্ষিণায়ণং এতৎ ষন্মাসাদিক্রমেণ দ্বাদশমাসাঃ সংবৎসরো বা) অজায়ত। হংসঃসোঽহমিতি মানসবায়ুম্ আশ্রিত্য কদা আত্মানং কদা বিষয়ান্ গত্বা গতায়াতক্রমেণ সংবৎসরমুৎপাদয়ামাস। আত্মানম্ অধিষ্ঠায় বায়োঃ এতৌ বিভাগৌ উৎপন্নৌ তস্মাৎ অধিশব্দস্য ব্যবহারঃ। মিষতঃ (প্রকটীভবতঃ) বিশ্বস্য (শরীরস্য) বশী (সংযতচিত্তঃ) প্রভুঃ (কর্ত্তা অহংকারঃ) অহোরাত্রাণি (প্রকাশাপ্রকাশরূপাশ্চিত্তবৃত্তীঃ) বিদধৎ। "হংসঃসোঽহম্"ইতি বায়ুমাশ্রিত্য চলতশ্চিত্তস্য বিষয়স্থিতত্বাৎ অপ্রকাশঃ আত্মনি স্থিতত্বাৎ প্রকাশময়ভাবঃ বভূব। (স) ধাতা

(কর্ত্তা অহংকারঃ) যথাপূর্ব্বং (পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভোগবৃত্তিবশেন) সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ (বুদ্ধিবৃত্তিং মনোবৃত্তিঞ্চ) অকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ, পৃথিবীঞ্চ, অন্তরীক্ষম্, অথো (এতৎ ত্রিতয়সংযোগাৎ) স্বঃ (সুখং) স এব ধাতা কর্ত্তা অহংকারঃ সৃষ্টবান্ ইত্যর্থঃ। কায়মনোবাক্যাত্মকং কর্ম্মশরীরং প্রকাশ্য কর্ম্ম কৃত্বা সুখময়ে আত্মনি আত্মানং স্থাপয়ামাস।

সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল শরীরতিতিক্ষা হইতে বাকা এবং সত্য অর্থাৎ "এক আমি বহু হইব" ইত্যাকার কল্পনা এবং তাহার প্রতিপালনের ইচ্ছা এই উভয় উৎপন্ন হইল। তৎপরে রাত্রি অর্থাৎ অব্যক্তা অবিকৃতা প্রকৃতি উৎপন্না হইলেন। তৎপরে জলরাশিযুক্ত সমুদ্র অর্থাৎ অসঙ্গ পূর্ণানুরাগ যাহা মহৎ বা সমষ্টিবুদ্ধিরূপে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে তাহা উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে অধিসংবৎসর অর্থাৎ হংস এবং সোঽহংরূপ বায়ু প্রকাশ হইয়া ষন্মাসাদিক্রমে দক্ষিণায়ণ এবং ষন্মাসাদিক্রমে উত্তরায়ণ উৎপন্ন হইল, অর্থাৎ বিষয় এবং আত্মা এই দুইটি বিভাগের সৃষ্টি হইল যাহাকে শাস্ত্রে ধূমমার্গ এবং শুক্লমার্গ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রকারে প্রকটীভূত বিশ্বের বা শরীরের সংযত প্রভু অর্থাৎ কর্ত্তারূপী অহংকার প্রকাশ এবং অপ্রকাশ এই দুই অন্তঃকরণ-বৃত্তির সৃষ্টি করিলেন। সেই কর্ত্তা অহংকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভোগবৃত্তি অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মজনিত সংস্কারবশে সূর্য্যের এবং চন্দ্রের অর্থাৎ বৈষয়িক বুদ্ধির এবং মনের কল্পনা করিলেন; তাহা হইতে দিব্, পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ অর্থাৎ বাক্য, কায় এবং মন অর্থাৎ কায়মনোবাক্যাত্মক কর্ম্মশরীর এবং স্বঃ অর্থাৎ এই ত্রিতয়ের একত্রীকরণে কর্ম্ম করিয়া যে সুখ বা সুখময় আত্মা প্রকাশ হয়েন তাহা উৎপন্ন হইল।

আভাস—এই মন্ত্রে সৃষ্টি প্রকরণ ক্রমান্বয়ে দেখাইতেছেন। অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত এবং অত্যন্ত নির্ম্মল আত্মার স্বভাবস্থিতি হইতে কর্ম্মক্ষেত্র শরীরের সৃষ্টি এবং সেই শরীরে কর্ম্ম করিয়া আত্মার পুনঃ উপলব্ধি ইহাতে

দেখাইয়াছেন। আদিতে "তপস্যা" বলিয়া একটি শব্দ দেখা যাইতেছে। এই তপস্যাটি কে করিয়াছিলেন এবং কেনই বা করিয়াছিলেন? তপস্যা শব্দে আমাদের দৈহক্লেশজনক কর্ম্ম বলিয়া ধারণা আছে। কিন্তু এখানে সে অর্থ সঙ্গত হইবে না। এখানে শরীরতিতিক্ষাই তপস্যা এই অর্থ করিতে হইবে। "শরীরতিতিক্ষণং তপঃ"। এই অর্থ যদি সঙ্গত হয়, তবে এক্ষণে বিচার্য্য, আত্মার শরীর কোথা হইতে আসিল?

যাহার যাহা সত্ত্বা তাহার তাহাই শরীর। এখানে অব্যক্তভাই আত্মার স্বরূপ এবং সেই অব্যক্ত-সত্ত্বাই তাঁহার শরীর। যেখানে বাক্য পর্য্যন্ত স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না সেখানে কে কাহার জন্য তপস্যা করিবে। শ্রুতিতে বলিয়াছেন "আসীদ্ তমোময়মিদম্ অপ্রজ্ঞাতমবিজ্ঞেয়ম্"। সুষুপ্তিকালে যেরূপ শরীরের অস্তিত্ব থাকিলেও মনবুদ্ধ্যাদির কোন ক্রিয়াই শরীরে উপলব্ধি হয় না সেইরূপ আদিতে অর্থাৎ কর্ম্মের প্রারম্ভে আত্মার অব্যক্তে অবস্থিতি হেতু জ্ঞানবিজ্ঞানাদি কিছুরই প্রকাশ থাকে না। সুষুপ্তি অবস্থায় জীবের এমন কি শরীর-জ্ঞানও থাকে না; ইহাকেই শাস্ত্রান্তরে "সর্ব্বশূন্য" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং ব্রহ্মের বা আত্মার স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

"নির্ম্মলং তদ্বিজানীয়াৎ ষড়ূর্ম্মিরহিতং শিবম্ ।
প্রভাশূন্যং মনঃশূন্যং বুদ্ধিশূন্যং নিরাময়ম্ ॥
সর্ব্বশূন্যং নিরাভাসং সমাধিস্থস্য লক্ষণম্ ।
ত্রিশূন্যং যো বিজানীয়াৎ স তু মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥" উত্তরগীতা।

সুতরাং তপস্যা শব্দের অর্থ—অব্যক্ত আত্মার স্বভাবস্থিতি যাহা সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল এবং সর্ব্বাদি। এই অব্যক্ত এবং অত্যন্ত নির্ম্মল স্বভাবস্থিতি হইতে বাক্য অর্থাৎ সংকল্প এবং সেই বাক্য কার্য্যে প্রতিপালন করিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, কে সেই অব্যক্ত আত্মাতে এই সংকল্প জন্মাইয়াছিল। শ্রীভাগবতে বলিতেছেন "সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং মনশ্চক্ষুরাদ্যগোচরো ভগবান্ এক এবাসীৎ। যঃ স স্বেচ্ছয়া দ্রষ্টা সন্ দৃশ্যং নাপশ্যৎ তদা ত্রিগুণময়ীং মায়াং প্রকাশয়ামাস ইত্যাদি।

"স্বেচ্ছয়া দ্রষ্টা সন্" এই শব্দেরদ্বারা বুঝা যাইবে যে, স্বেচ্ছাবশতই এই সংকল্পের উৎপত্তি হইয়াছিল অর্থাৎ ইঁহার স্বভাবই ইহার কারণ, এতদ্ব্যতীত অন্য কর্ত্তা বা কারণ কিছুই দেখা যায় না। স্বভাবস্থিত শরীরে যেরূপ শরীর-প্রকৃতি ক্ষুৎপিপাসা-নিদ্রাজাগরণাদির প্রকাশ করিয়া থাকেন, অব্যক্ত ও স্বভাবস্থিত আত্মাতেও তদ্রূপ স্বভাববশতই বাক্যাদির উন্মেষ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে ও সাধকদিগের কথায় ইহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। মাকড়সা আপন শরীর হইতেই লালা নির্গত করিয়া জালের সৃষ্টি করে, গুটিপোকা স্বতই গুটি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বদ্ধ হয়, "স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা", ইত্যাদি। গীতায় বলিয়াছেন—

"ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥"

তৎপরে অব্যক্তা রাত্রির উৎপত্তি হইল। রাত্রি শব্দে আধারভূতা অব্যক্তা প্রকৃতি বোদ্ধব্য। ইহা মায়া বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥" গীতা।

ব্রহ্মলয়োপলক্ষিতা মহাপ্রলয় রাত্রিঃ। ইতি চণ্ডীটীকায়াং নাগোজীভট্টঃ।

"প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্ম্মহারাত্রির্ম্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা॥" শ্রীশ্রীচণ্ডী।

প্রকৃতি ব্যতীত অব্যক্তসত্তামাত্রে অবস্থিত শিব স্পন্দিত পর্য্যন্ত হইতে পারেন না। এই জন্যই আদিভূতা প্রকৃতির প্রকাশ।

"শিবঃ শক্ত্যাযুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্।
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি॥" আনন্দলহরী।

"অহঞ্চ জগদাধারঃ মমাধারস্তমেবহি।
ভবযোনিং সমাসাদ্য সর্ব্বকর্ম্ম করোম্যহম্॥" তন্ত্রম্।

অতএব সৃষ্টির আদিতে সিসৃক্ষু ব্রহ্মের সংকল্পপূরণার্থ অব্যক্তা অনাদি-নিধনা নিত্যা রাত্রিস্বরূপা প্রকৃতি প্রকাশিতা হইলেন। আত্মাকে আবরণ করেন বলিয়া রাত্রি-শব্দ অত্র প্রযুক্ত হইয়াছে।

তাহার পরে সমুদ্র অর্ণবের সৃষ্টি হইল অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে মহান্ জলরাশি উৎপন্ন হইল। অব্যক্তাৎ মহান্ ইতি। এই জলরাশি মহত্তত্ত্ব বলিয়া খ্যাত। তত্ত্বপ্রকৃতেরূপপন্নম্ সমষ্টিবুদ্ধিস্বরূপম্।

"সবিকারাৎ প্রধানাত্তু মহত্তত্ত্বং প্রজায়তে।
মহানিতি যতঃ খ্যাতির্লোকানাং জায়তে সদা।" মাৎস্যে ৩ অঃ।

আরও বলিয়াছেন যথা—

"যঃ শরীরাদভিধ্যায় সিসৃক্ষুর্বিবিধং জগৎ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥" মাৎস্য।

"পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ অব্যক্তানুগ্রহেণ চ।
মহদাদয়ো বিশেষান্তা অণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে॥" বায়ুপুরাণম্।

"মূলভূতাত্তদব্যক্তাৎ দ্বিকৃতাৎপরবস্তুনঃ।
আসীৎ কিল মহত্তত্ত্বং বিকারমন্নসম্ভবম্॥" তন্ত্রম্।

ইহা সমষ্টি-বুদ্ধিস্বরূপ। নিদ্রাভঙ্গে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে সমস্ত বিশ্ব প্রকট হয় কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য কোন বিশেষ বিষয়ে বুদ্ধি সংযুক্ত হয় না। ইহা পুরুষের এই অবস্থারই পরিচায়ক। সর্ব্বব্যাপী মহান্, বিষয়ে অস্পৃষ্ট এবং সৃষ্টির কারণ বলিয়া ইহা শাস্ত্রে মহৎ, অনাহত, মহাকল্লাম্বু, কারণবারি, ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে।

তৎপরে এই সমুদ্র বা মহান্ হইতে সংবৎসর উৎপন্ন হইল। ইহা অহংকারতত্ত্ব। মহতঃ অহঙ্কারঃ। শাস্ত্রে লিখিয়াছেন কারণবারিতে অহংবীজ সিক্ত হইয়া যে অণ্ডের উৎপত্তি হয় তাহাতে অহংচৈতন্যযুক্ত পুরুষ স্বয়ম্ভু নাম ধারণ পূর্ব্বক সংবৎসরকাল বাস করেন। ইহা হইতে কাল পরিমাণ আরম্ভ হইল।

"তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূরিতি নঃ শ্রুতম্।
হিরণ্যগর্ভো ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্॥"

ফলতঃ অয়নদ্বয়ের একত্রীকরণের নাম সংবৎসর। অয়ন অর্থে গতি। উত্তর এবং দক্ষিণ অর্থাৎ প্রাণ এবং অপান এই দুই প্রকার গতি বাহিরে এবং অন্তরে পণ্ডিতগণ দর্শন করিয়া থাকেন। ইহা সোঽহং এবং হংস বায়ু নামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, বন্যাস করিয়া ইহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ। শরীরাভ্যন্তরেও এই বায়ুদ্বয়কে বিষয়ে অবতরণ এবং উর্দ্ধে গমন এই উভয় প্রকার গতিতেই যথাক্রমে ছয়টি কেন্দ্র বা ছয়টি অবস্থা (ষট্চক্র) অতিক্রম করিতে হয়। সুতরাং উভয় প্রকারের ছয় সংখ্যা ইহাতে ধৃত আছে বলিয়া ইহার নাম সংবৎসর হইয়াছে। সর্ব্বধারক, প্রশান্ত এবং সর্ব্বত্র স্থির ও অচল বায়ুই ইহার স্বরূপ।

"বায়ুরায়ুর্ব্বলং বায়ুর্বায়ুর্ধাতা শরীরিণাম্।
বায়ুর্ব্বিশ্বমিদং সর্ব্বংপ্রভুর্ব্বায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
বাহ্যমণ্ডলচক্রেষু যথা রাজা প্রশস্যতে।
তথা শরীরমধ্যেঽপি বায়ুরেকঃ পরো বিভুঃ॥"

তৎপরে এই সংবৎসর দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অহোরাত্রির সৃষ্টি হইল। অহঃ অর্থে প্রকাশ এবং রাত্রি অর্থে অপ্রকাশ বোদ্ধব্য। একটি অহংকারের বিষয়গমন এবং অপরটি বিষয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন। এই অবস্থায় স্থির ও প্রশান্ত অহংচৈতন্য চলত্ব প্রাপ্ত হইয়া আত্মা এবং বিষয় এই

উভয়ের পৃথক্ত্ব সাধন পূর্ব্বক হংস এবং সোঽহং বায়ুর আশ্রয়ে ক্রমান্বয়ে উভয় মার্গে গতিবিধি প্রাপ্ত হইলেন। অত্র অপঞ্চীকৃত ব্যবহারাক্ষম শব্দাদিগুণসংজ্ঞাপ্রাপ্ত সূক্ষ্মভূতগণের বিকাশ দেখা যাইতেছে। শাস্ত্রে ইহাকে তন্মাত্রা নামে অভিহিত করিয়াছেন। অহংকারাৎ তন্মাত্রানি। ফলতঃ প্রকাশাপ্রকাশরূপা অন্তঃকরণ বৃত্তির উন্মেষ অত্র ব্যক্ত হইতেছে।

"ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥
সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥" গীতা।

তৎপরে প্রভু অহংকার বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যের এবং চন্দ্রের কল্পনা করিলেন অর্থাৎ বৈষয়িক বুদ্ধি এবং বৈষয়িক মনের উৎপত্তি হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে যেরূপ করিয়াছিলেন এখন সেই প্রকারই করিলেন। অর্থাৎ যেমন সংস্কার তদ্রূপ মন বুদ্ধি তাঁহাতে উৎপন্ন হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিষয়-ভোগে যে বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই সংস্কার নামে অভিহিত এবং তদ্দ্বারাই পরবর্ত্তীকালে মনবুদ্ধি সূচিত হইয়া থাকে, এই জন্য অত্র "যথাপূর্ব্ব" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

তৎপরে দিব্ (স্বর্গ লোক), পৃথিবী, অন্তরীক্ষ (ব্যবধানবশতঃ বিভাগযুক্ত আকাশ) এবং স্বঃ অর্থাৎ সুখের সৃষ্টি করিলেন। ফলতঃ কর্ম্মকর্ত্তা অহংকার অতঃপরে কায়মনবাক্যাত্মক শরীর কর্ম্মক্ষেত্ররূপে প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহাতে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া সুখস্বরূপ আত্মস্থিতি লাভ করিলেন। পৃথিবী অর্থে কায়, অন্তরীক্ষ অর্থে মন এবং দিব্ অর্থে প্রকাশময় বাক্যই বোদ্ধব্য।

পঞ্চভূতাত্মক শরীরের উৎপত্তির সহিত এই মন্ত্রের অর্থ কিরূপ সঙ্গত হইতে পারে তাহা একবার আলোচনা করা যাউক। পিতা হইলেন বীজদাতা, পুরুষ এবং মাতা হইলেন তদ্ধারিকা প্রকৃতি। তন্ত্র বলিতেছেন—

"রক্তধাতুর্ভবেন্মাতা শুক্রধাতুর্ভবেৎ পিতা।

শূন্যধাতুর্ভবেৎ প্রাণো গর্ভপিণ্ডং প্রজায়তে॥" তন্ত্রম্।

পুরুষরূপী পিতার ব্রহ্মচর্য্যাদি প্রতিপালন তপস্যা শব্দে উক্ত। তৎপরে তাঁহাতে সন্তান উৎপাদন কামনা এবং তৎকামনার প্রতিপালনের ইচ্ছা যথাক্রমে ঋত এবং সত্যরূপে উক্ত। এবম্বিধ সৃষ্টির ইচ্ছা পিতাতে উৎপন্ন হইলে পর আধারভূতা পালিনীশক্তি রাত্রিরূপা মাতার প্রকাশ হইল। পিতৃসত্ত্বাকে আবরণ করেন বলিয়া রাত্রি এবং তাহাকে দ্বিভাগে ভাগ করিয়া দ্বিতীয় আত্মার সৃজন করেন বলিয়া মাতা শব্দে কথিতা হইয়াছেন (মা ধাতু অবচ্ছেদে)। তৎপরে অর্থাৎ এই উভয়ের মিলনের পর সমুদ্র বা কারণবারির উৎপত্তি দেখাইতেছেন। ইহা জরায়ু মধ্যস্থিত বারি, যাহাতে বীজ অণ্ডাকারে ভাসিতে থাকে। এই বারিতে অবস্থিত অণ্ডমধ্যে কর্ম্মের কর্ত্তা জীবরূপী অহংকার সংবৎসরকাল বাস করেন। অর্থাৎ সংবৎসর মধ্যে তাঁহার সর্ব্ব অবয়বাদি সম্পূর্ণ হয়। যদি প্রশ্ন হয় যে, দশমাস দশদিন বাস করেন তাহাতে সংবৎসর পূর্ণ হইল কৈ? ছয়টি ঋতু যে কালের মধ্যে অবস্থান করে তাহাকে সংবৎসর বলে। "সংবসন্তি ঋতবো অত্র সংবৎসরঃ ইতি ভরতঃ। ঐ গর্ভের মধ্যে জীব দশমাস দশদিনে ছয়টি ঋতুই ভোগ করেন, সুতরাং সংবৎসরবাসের কথা অযৌক্তিক হইতে পারে না। পুরাণাদিতে জীবের গর্ভে সংবৎসরবাসাদির কথা পাওয়া যায়। মৎস্য পুরাণে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ে বলিয়াছেন যথা—

"ততঃ সংবৎসরস্যান্তে দ্বাদশাদিত্যসন্নিভঃ।

দিব্যপীতাম্বরধরো দিব্যাভরণভূষিতঃ॥

তারোদরাদ্বিনিষ্ক্রান্তঃ কুমারশ্চন্দ্রসন্নিভঃ।

সর্ব্বার্থশাস্ত্রবিদ্ধীমান্ হস্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ॥" মাৎস্য।

তৎপরে অন্তঃকরণবৃত্তি যাহা এই মন্ত্রে অহোরাত্ররূপে বলিয়াছেন তাহার

প্রকাশ হইল। তৎপরে জীব গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্য্য এবং চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইলেন অর্থাৎ পূর্ব্ব সংস্কারবশে তাঁহাতে বৈষয়িক মন এবং বৈষয়িক বুদ্ধি উৎপন্ন হইল। তৎপরে তাঁহার শরীরে কায়িক, মানসিক এবং বাচিক ত্রিবিধ কর্ম্ম-ক্ষেত্র প্রকাশ পাইল। এই ত্রিদেহে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া পুনরায় সেই জীব সুখস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।

পুনশ্চ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে একই শরীরে প্রকৃতি-পুরুষ বিভাগ হইয়া যে প্রকারে নিত্য সৃষ্টিস্থিতিলয়াদি সম্পন্ন হইতেছে, তাহাও সুন্দরভাবে এই অর্থে প্রত্যক্ষ হইবে।

আদিতে ষড়ূর্ম্মিরহিত, প্রভাশূন্য, মনঃশূন্য, বুদ্ধিশূন্য, নিরাময়, অত্যন্ত নির্ম্মল এবং স্বভাবস্থিত আত্মাতে বাঙ্ময়ী ইচ্ছাশক্তির উন্মেষ হইয়া থাকে। তৎপরে প্রকৃতিসংযোগে তাহা হইতে কর্ম্মকর্ত্তা অহংকারের উৎপত্তি হয়। তৎপরে সংযত এই পুরুষ পূর্ণভাবে অনুরাগযুক্ত হইয়া অর্থাৎ বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা অন্তঃকরণের সদসৎবৃত্তিকে আশ্রয় পূর্ব্বক পূর্ব্ব সংস্কারবশে সংকল্পাত্মক মন এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক কায়মনবাক্যাত্মক শরীরে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন এবং কর্ম্মান্তে জ্ঞানলাভ করতঃ পুনরায় স্বরূপে অবস্থান করেন। নির্দ্দোষ ও স্বভাবজাত ব্রহ্মকর্ম্ম মাত্রেরই এই প্রকার ক্রম।

ইতি মার্জ্জনম্।

অথ প্রাণায়ামঃ তত্র বদ্ধাঞ্জলিঃ।

অর্থ। অনন্তর প্রাণায়াম উপদেশ করিতেছেন। বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

আভাস। প্রাণস্য আয়ামঃ বিস্তারঃ বিশ্রামো বা ইতি প্রাণায়ামঃ।

প্রাণের বা বাক্যের বিস্তার বা বিশ্রামকে প্রাণায়াম বলে। গীতায় বলিয়াছেন যথা—

"অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥"
"অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি॥"

প্রাণ অর্থাৎ ইষ্টভাব এবং অপান অর্থাৎ অপকৃষ্টভাব। প্রকৃষ্টং নয়তি ইতি প্রাণঃ; অপকৃষ্টং নয়তি ইতি অপানঃ। ইহা ভাল এবং ইহা মন্দ এই দুইটি ভাব যখন সমতাপ্রাপ্ত হয় তখন প্রাণের বা বাক্যের সমানত্ব বা প্রাণায়াম হইয়া থাকে। প্রাণায়াম পরায়ণ হইলে অন্তঃকরণের সদসৎবৃত্তি আত্মাতে লীন হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম সকল সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হয় এবং প্রকৃতিনিয়ত কর্ম্মমাত্র কায়মনবাক্যাত্মক দেহে পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। কর্ম্মের আদিতে (প্রারম্ভে) এবম্বিধ সংযম বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া সৃষ্টি প্রকরণের পর কর্ম্মারম্ভে তাহার বিধারণ উপদেশ করিতেছেন।

বদ্ধাঞ্জলি শব্দে স্থূলতঃ করজোড়ে অবস্থিতি বুঝায়। যুক্তিবিজ্ঞানের দ্বারা দেখিলে ইহাই স্থিরীকৃত হইবে যে, কর্ম্মের আদিতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সঙ্গতকরণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে অর্থাৎ কর্ম্ম অজ্ঞানে অনুষ্ঠিত না হইয়া জ্ঞানে অনুষ্ঠিত হইলে কর্ম্মের স্বরূপ অবগত হওয়া যাইবে; অতএব উপদেশ এই যে, যেন মনুষ্যমাত্রেই তদ্রূপ কর্ম্ম করেন। বামহস্তে কর্ম্মের এবং দক্ষিণহস্তে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। শাস্ত্রে বলিতেছেন—

"যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধা রূপো বভুব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গাৎ বামাঙ্গাৎ প্রকৃতিঃ স্মৃতা॥"

বামাঙ্গে প্রকৃতি অর্থাৎ কর্ম্মাধীশ্বরী শক্তি এবং দক্ষিণাঙ্গে পুরুষ অর্থাৎ জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী শক্তি ব্যবস্থিতা। এই উভয়কে একত্রে রাখিয়া কর্ম্ম করিতে উপদেশ করিতেছেন। ইহাই বদ্ধাঞ্জলি শব্দের তত্ত্বার্থ।

ওঁকারস্য ব্রহ্মার্ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্‌বৃহতীপংক্তিত্রিষ্টুব্‌জগত্যশ্ছন্দাংসি অগ্নিবায়ুসূর্য্যবরুণবৃহস্পতীন্দ্রবিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্মবায়্বগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥ ৫ ॥

অর্থ। ওঁকারের ব্রহ্ম ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ অগ্নি দেবতা; সর্ব্বকর্ম্মের আরম্ভে এই সকলের প্রয়োগ হয়। সপ্তব্যাহৃতির প্রজাপতি ঋষি, গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী এই সপ্ত ছন্দঃ; অগ্নি বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিশ্বদেব এই সপ্ত দেবতা; ইহাদের প্রাণায়ামকালে প্রয়োগ হইয়া থাকে। গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, সবিতা দেবতা, প্রাণায়ামকালে ইহাদের প্রয়োগ হয়; গায়ত্রী-শিরোভাগের প্রজাপতি ঋষি, ব্রহ্মা, বায়ু অগ্নি ও সূর্য্য এই চারি দেবতা; প্রাণায়ামকালে উহাদের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আভাস। ওঁকারের ব্রহ্ম ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, অগ্নি দেবতা এই সকলের সর্ব্বকর্ম্মের আরম্ভে বিনিয়োগ হইয়া থাকে। বিনিয়োগ অর্থে "ফলে অর্পণম্" ইতি হেমচন্দ্রঃ। ইন্দ্রিয়, বিষয় এবং অহং এই তিন লইয়া কর্ম্ম হয়। ঋষ্যতে প্রকাশ্যতে অনেন ইতি ঋষি। "মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা"; ইতি গীতা। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ সকলেই ঋষি যেহেতু ইহারাই জ্ঞান প্রকাশের স্থান। ইহাদিগের স্বভাবে অবস্থান করাই ইহাদিগের ব্রহ্মত্ব। অতএব ব্রহ্মর্ষি শব্দে স্বভাবস্থিত ইন্দ্রিয়ই বোদ্ধব্য। ইন্দ্রিয় স্বভাবচ্যুত বা বিকৃত হইলে কর্ম্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না। "ছাদনাৎ ছন্দ

উচ্যতে" ; ইতি তন্ত্রম্। শব্দস্পর্শরূপরসাদি বিষয়সকল ইন্দ্রিয়গণকে আচ্ছাদন করে বলিয়া বিষয়গুলিইছন্দ শব্দে কথিত। ইহারা গায়ত্রীযুক্ত হইলে অর্থাৎ বিশুদ্ধ বুদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয়ে সঙ্গত হইলে কর্ম্মগুলি বিশুদ্ধ হইবে ; সেইহেতু "গায়ত্রীচ্ছন্দঃ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। গায়ন্তং ত্রায়তে ইতি গায়ত্রী। যাঁহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ তিনিই পরিত্রাণের যোগ্য। গীতাতে বলিতেছেন—

"বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥" ইত্যাদি।

সর্ব্বধারক অহংই অগ্নি। কর্ম্মকর্ত্তা অহংকে নির্ম্মম এবং নিরহংকার করিয়া কর্ম্মারম্ভে রাখিতে হইবে। ইহা হইলেই কর্ম্মের আরম্ভে আত্মযোগের সূচনা হইয়া থাকে। অতএব কর্ম্মারম্ভে ইন্দ্রিয়গণের স্বভাব-স্থিতি বিষয়ের বা বিষয়বুদ্ধির অবিকৃতি এবং কর্ম্মকর্ত্তা অহংকারের বিশুদ্ধতা অর্থাৎ নিরপেক্ষতা এইগুলি হইলে ওঁকারের আহরণ হইয়া থাকে ; ইহাই ওঁকার মন্ত্রের অভিপ্রায়। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তক্ষেত্রে ওঁকারের ব্যাহরণ হয় বলিয়া এই মন্ত্রে ঐ সপ্ত ব্যাহৃতির প্রকাশক আত্মাভিমানী অহংকার প্রজাপতিরূপে উক্ত হইয়াছেন। এই চক্ষুরাদি ক্ষেত্রে যাবতীয় ভূতগণ অহংযোগে প্রকাশ হইয়া থাকে।

"সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥" গীতা।

প্রকৃষ্টং জায়ন্তে ইতি প্রজাঃ তাসাং পতিঃ ভর্ত্তা ইতি প্রজাপতিঃ। উৎপন্নশীল ভূতগণের কর্ত্তা অহংকারই এই প্রজাপতি শব্দের অর্থ। ঐ সপ্ত ক্ষেত্রে এক একটি বিশেষ ছন্দ অর্থাৎ আবরণশক্তি এবং অগ্নি, বায়ু, সূর্য্যাদি বিশেষ বিশেষ দেবতা বা প্রকাশকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; সপ্ত প্রকাশ ক্ষেত্র, তৎপ্রকাশক সপ্ত অহংকার (দ্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, ইত্যাদি) এবং সপ্ত প্রকাশ্য বিষয় এই মন্ত্রে বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইতেছে।" ইহা কর্ম্মের চোদনা

এবং কর্ম্মের সংগ্রহরূপে অবস্থিত আছে। ফলকথা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের আত্মা, ইন্দ্রিয়ে অবস্থিত দর্শনাদি শক্তি এবং দর্শনাদি ব্যাপার এইগুলির সহিত বিষয়, বিষয়জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানাশ্রিত আত্মা বা আমি এই কয়টি সম্ভূত হইয়া কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে, ইহা এই মন্ত্রে দেখাইতেছেন। "গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষি" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণায়াম সম্বন্ধে গায়ত্রীর ক্রিয়া দেখাইতেছেন। "গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা"; ইতি স্মৃতি। ইহার ঋষি হইলেন বিশ্বামিত্র যেহেতু কর্ম্মকালে বুদ্ধিভেদ না জন্মিলে কর্ম্মসঙ্গী শরীরস্থিত ইন্দ্রিয়গণ সমকর্ম্মী হয় এবং মিত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া এক তত্ত্বে লীন হয়। আত্মপ্রকৃতির এবম্বিধ অবস্থা বিশ্বামিত্র শব্দের প্রতিবোধক। ইহাতে গায়ত্রীর স্ফুরণ হয়, এই জন্য প্রাণায়ামকালে গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।" গীতা।

"ইন্দ্রিয়াণ্যেব কুর্ব্বন্তি স্ব স্ব কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্।"

"আত্মা সাক্ষী বিনির্লিপ্তো জ্ঞাত্বৈবং মোক্ষভাগ্ ভবেৎ॥" মহানির্ব্বাণ॥

বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলে বিষয়সকল তাহাকে আবরণ করিতে পারে না বলিয়া বিশুদ্ধ বুদ্ধিই তাহার ছন্দ এবং সবিতা অর্থাৎ ভূতোৎপাদিনী শক্তিই তাহার দেবতা বা প্রকাশক।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥" গীতা।

ফলকথা বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলে, ইন্দ্রিয়গুলি অবিকৃতভাবে থাকিয়া কর্ম্ম করে এবং যত বাসনার উৎপত্তি হয় সকলগুলিই ব্রহ্মকর্ম্মে পরিণত হয় এবং আত্মারই পুষ্টি করিয়া থাকে। ইহাই প্রাণায়াম বা বাক্যের বিশ্রাম বা বিস্তার।

গায়ত্রীশিরসঃ ইতি মন্ত্রে শির শব্দের অর্থ মূর্দ্ধা করিলে গীতাতে কথিত

"মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্" এই শ্লোকের অর্থের সহিত ইহার সামঞ্জস্য বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। মস্তকে বা বুদ্ধিতত্ত্বে অর্থাৎ আনিরূপ পূর্ণবাক্যে প্রাণকে বা বাক্যকে অর্থাৎ সংকল্পাদি মনোবৃত্তিকে রক্ষা করিলে গায়ত্রীশিরের 'অর্থবোধ হইয়া থাকে। ইহার ঋষি বা প্রকাশক হইলেন প্রজাপতি অর্থাৎ আত্মাভিমানী অহংকার এবং দেবতা হইলেন ব্রহ্মা, বায়ু, অগ্নি এবং সূর্য্য। এই সকল দেবতা শরীরে যথাক্রমে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং এই ত্রিতয়ের সম্মিলনে জগৎবিকাশক বুদ্ধিশক্তি নামে অভিহিত হয়েন। কর্ম্মকালে এই কয়টির সঙ্গতকরণ হইলেই প্রাণায়াম বা বাক্যের বিশ্রাম হইয়া থাকে।

"মনসোৎপদ্যতে বাচঃ মনো বাচা বিলীয়তে॥" তন্ত্রম্।

(ইত্যুক্ত। জলং বেষ্টয়িত্বা অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা বামনাসাপুটেন বায়ুং পূরয়ন্) নাভৌ রক্তবর্ণং চতুর্মুখং দ্বিভুজম্ অক্ষসূত্র কমণ্ডলুকরং হংসাসনারূঢ়ং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

অর্থ। (উক্ত ৫ চিহ্নিত মন্ত্র বলিয়া জলদ্বারা স্বশরীর বেষ্টন করিয়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণনাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া বামনাসারন্ধ্রের দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে) রক্তবর্ণ, চতুর্মুখ, দ্বিভুজ, অক্ষসূত্র (জপমালা) ও কমণ্ডলুধারী হংসাসনারূঢ় ব্রহ্মাকে নাভিদেশে ধ্যান করিয়া ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ইতি মন্ত্র আবৃত্তি করিবে।

(ততঃ অনামিকামধ্যমাভ্যাং বামনাসাপুটং ধৃত্বা বায়ুং সংস্তম্ভয়ন্)

হৃদি নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং গরুড়াসনারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

অর্থ। (তৎপরে অনামিকা ও মধ্যমা দ্বারা বামনাসারন্ধ্র বন্ধ করতঃ নিশ্বাস রোধ করিয়া) নীলোৎপলদলপ্রভ, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, গরুড়াসনারূঢ় বিষ্ণুকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া পূর্ব্ববৎ ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ইতি মন্ত্র আবৃত্তি করিবে।

(ততো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠমুত্তোল্য দক্ষিণনাসাপুটেন বায়ুং ত্যজন্) ললাটে শ্বেতং ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভাসনস্থং শম্ভুং ধ্যায়ন্,

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্। ৬॥

অর্থ। (তৎপরে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ উত্তোলন করিয়া দক্ষিণনাসারন্ধ্র দ্বারা বায়ু ত্যাগ করিতে করিতে শ্বেতবর্ণ, ত্রিশূল ও ডমরুধারী, অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিত, ত্রিনেত্র, বৃষভাসনস্থ শম্ভুকে ললাটে ধ্যান করিয়া পূর্ব্ববৎ ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ইতি মন্ত্র পাঠ করিবে।

আভাস।—দেহ এবং মন এই উভয়ের শুদ্ধির জন্ত প্রাণায়াম

কর্ম্মারম্ভে উপদিষ্ট হইয়াছে। বায়ু, পিত্ত এবং কফ এই তিন ধাতু শরীরে সমভাবে বহমান থাকিলে শরীরের সমতা রক্ষা হয়। বহির্বায়ু নিরোধাদির দ্বারা তাহা হইয়া থাকে, শাস্ত্রে বলিতেছেন যথা—

"সর্ব্বপাপহরং প্রোক্তং প্রাণায়ামং দ্বিজন্মনাম্॥
ততস্ত্বভ্যধিকং নাস্তি তপঃ পরমপাবনম্॥
নিরোধাজ্জায়তে বায়ুস্তস্মাদগ্নিস্ততো জলম্।
ত্রিভিঃ শরীরং সকলং প্রাণায়ামেন শুদ্ধ্যতি॥ অগ্নি পুরাণম্॥

এবম্প্রকারে অবসাদশূণ্য হইলে শরীর সদাই কর্ম্মক্ষম থাকে এবং ইহা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। মনের নিগ্রহ ইহার অপর একটি কার্য্য। চিত্ত স্থির করিবার জন্ম ধ্যানাদির এবং মন্ত্র আবৃত্তি করণের ইহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন। জপধ্যানহীন প্রাণায়াম অগর্ভ বলিয়া উক্ত; ইহা বৃথা প্রাণায়াম যেহেতু মাত্রাহীনতা বশতঃ ইহা শরীরনাশকর হইয়া থাকে। সগর্ভ অর্থাৎ ধ্যানাদি যুক্ত প্রাণায়ামই উত্তম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; যেহেতু ইহা শরীরকে নিয়মিত করে।

"জপধ্যানং বিনাঽগর্ভঃ সগর্ভস্তৎসমন্বিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ার্থায় সগর্ভং ধারয়েৎ পরম্॥
জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তাভ্যাং প্রাণায়ামবশেন চ।
ইন্দ্রিয়াণি বিনির্জ্জিত্য সর্ব্বমেব জিতং ভবেৎ॥
ইন্দ্রিয়াণ্যেব তৎ সর্ব্বং যৎ স্বর্গনরকাবুভৌ।
নিগৃহীত-বিসৃষ্টানি স্বর্গায় নরকায় চ॥
শরীরং রথমিত্যাহুরিন্দ্রিয়াণ্যস্য বাজিনঃ।
মনশ্চ সারথিঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামঃ কশঃ স্মৃতঃ॥
জ্ঞান-বৈরাগ্যরশ্মিভ্যাং মায়য়া বিধৃতং মনঃ।
শনৈর্নিশ্চলতামেতি প্রাণায়ামৈকসংহিতম্॥

ইন্দ্রিয়াণি প্রসক্তানি প্রবিশ্য বিষয়োদধৌ।
আহৃত্য যো নিগৃহ্লাতি প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে॥
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং মজ্জমানং যথাম্ভসি।
ভোগ-নস্তিবেগেন জ্ঞানবৃক্ষং সমাশ্রয়েৎ॥" অগ্নিপুরাণম্।

জ্ঞাননেত্রে দেখিতে গেলে এই প্রাণায়ামোক্ত দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবকে কর্ম্মের তিনটি মূর্ত্তি মাত্র দেখা যাইবে। শাস্ত্রে বলিয়াছেন "সাধকস্য হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"। সাধকের হিতের অর্থাৎ কর্ম্মের এবং জ্ঞানের উন্নতির জন্য এই তিনটি রূপ কল্পিত হইয়াছে। এই শরীরে ইঁহারা ইচ্ছা, ক্রিয়া এবং জ্ঞানরূপে যথাক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। স্থূলে ইঁহারা সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় নামে উক্ত। কর্ম্মের, বিষয়ের এবং কর্ম্মকর্ত্তা অহংকারের প্রত্যেকেরই যথাক্রমে এই তিন অবস্থা হইয়া থাকে। একই শরীরে এই তিন মূর্ত্তি প্রকট হয় বলিয়া ইঁহারা একাত্মা। শাস্ত্রেও বলিয়াছেন—

"একমূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
নানাভাবং মনো যস্য তস্য মুক্তির্ন জায়তে॥"

শরীরক্রিয়া সম্বন্ধে এই মূর্ত্তিত্রয়ের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা যথাক্রমে লিখিত হইতেছে—

রজোগুণে ইচ্ছাশক্তি প্রকাশিতা হয়েন বলিয়া এই ইচ্ছাশক্তি বা ব্রহ্মা রক্তবর্ণ। নাভিতে সমান বায়ুর অবস্থিতি হেতু ইঁহার ধারণাস্থান হইয়াছে নাভি। সমান বায়ু দ্বারা ইচ্ছাশক্তি ধৃতা হইলে তদ্বারা ব্রহ্মকর্ম্ম-মাত্রই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

"রজোভাবস্থিতো ব্রহ্মা সত্ত্বভাবস্থিতো হরিঃ।
তমোভাবস্থিতো রুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়োগুণাঃ॥" ইতি তন্ত্রম্।

এই ইচ্ছাশক্তি "স"রূপা প্রকৃতিকে অগ্রে করিয়া অহংরূপে বিবরে যা

কর্ম্মে অবতরণ করেন বলিয়া ইঁহার হংসাসন কল্পিত হইয়াছে। "হংসৌ তৌ পুংপ্রকৃত্যাখ্যৌ হং পুমান্ প্রকৃতিস্ত সঃ॥" ইতি তন্ত্রম্। সমান বায়ুর স্থান নাভিতে বৈশ্বানর অগ্নি অবস্থিত। এখানে প্রাণবায়ু এবং অপানবায়ু একত্র হইয়া থাকে এবং এই প্রাণাপানের সংযোগে চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাকপ্রাপ্ত হইয়া শরীরে যথাস্থানে সঙ্গত হয়। স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই চতুর্ব্বিধ বিষয় অন্নরূপে চতুর্মুখে অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় চতুষ্টয়ের ভোগ্য বলিয়া ব্রহ্মার চতুর্মুখ কল্পিত হইয়াছে। অক্ষম্ ইন্দ্রিয়ম্ বিভাগ ইত্যর্থঃ এতৎ সূচ্যতে অনেন ইতি অক্ষসূত্রম্ (ইতি তন্ত্রম্)।

"নাভিচৈতন্যরূপাগ্নৌ হবিষা মনসা স্রুচা।
জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্॥"

নাভিতে ভুক্ত অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া রক্ত-মজ্জা-বসা-অস্থি-মেদাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। এই প্রকারে একই অহং পর্য্যায়ক্রমে রূপের অহং, রসের অহং, স্পর্শের অহং, ইত্যাদি বিভিন্ন সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া চক্ষুরাদি পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়ে অবস্থান পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ বিষয় ভোগ করেন। এবম্প্রকার পৃথক্ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহারা সকলেই এক শরীরে অবস্থিতি করেন এবং একই শরীরের পুষ্টি করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা বিভাগবৃত্তির একত্রীকরণ দেখাইতেছেন এবং অক্ষসূত্র ধারণের ইহাই তাৎপর্য্য। ইচ্ছাশক্তিরূপ ব্রহ্মার দুইটি বাহু। প্রাণ এবং অপানরূপ বিভাগ কর্ম্মস্থলে দুই বাহুরূপে কল্পিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা কভু আত্মায় ও কভু বিষয়ে গমনপূর্ব্বক পুরুষ সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। গীতাতে বলিয়াছেন "অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা"। জল বা রসপূর্ণ কমণ্ডলু পূর্ণানুরাগময়ী ইচ্ছাশক্তির প্রতিরূপ মাত্র, সুতরাং আভরণরূপে তাঁহাকে এই কমণ্ডলু কল্পিত হইয়াছে।

তৎপরে দ্বিতীয় বিকাশাবস্থা ক্রিয়াশক্তিকে বিষ্ণুমূর্ত্তিরূপে ব্যক্ত-

করিতেছেন। সত্ত্বভাবোস্থিতো হরিঃ অর্থাৎ সত্ত্বগুণের দ্বারা এই বিশ্ব ধৃত আছে। স্থিতিরূপে ইহাই বিষ্ণু বা হরি।

"বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥" শ্রীশ্রীচণ্ডী।

ক্রিয়াশক্তির ধারণা স্থান হৃদয়ে করিয়াছেন যেহেতু ক্রিয়া মাত্রেরই ফল সংস্কাররূপে হৃদয়ে ধৃত আছে এবং এই সংস্কার পুনঃ ক্রিয়ার সূচনা করিয়া থাকে। যাহার যাহা সংস্কার তাহাই তাহার সত্ত্বা এবং তাহাই তাহার মন বুদ্ধি অহংকাররূপে হৃদয়ে অবস্থান করে।

চিতিরূপে সমস্ত জগৎ ইহা দ্বারা পরিব্যাপ্ত আছে, সেইহেতু ব্যাপ্তিময় ও সর্ব্বধাবক আকাশের ন্যায় ইহার বর্ণ নীলোৎপলদলপ্রভ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধরূপে কর্ম্মের প্রসারণ হয় বলিয়া ইনি চতুর্ভুজ। যে পালিনীশক্তির দ্বারা এই সৃষ্টি রক্ষিতা হইতেছে তাহারই প্রতিরূপ শঙ্খ-চক্রাদি চতুর্ব্বিধ অস্ত্র বিষ্ণুর চারিহস্তে শোভিত। শব্দময়ী, বিভাগময়ী, ঘাতপ্রতিঘাতময়ী এবং মোহিনী এই কয়টি শক্তির দ্বারা পালনকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। গরুড় বা উৎসাহ হইয়াছে ক্রিয়াশক্তির আসন। উৎসাহ না হইলে কোন ক্রিয়ারই স্থিতি হয় না। শাস্ত্রে এই উৎসাহকে কামের রূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥" পুরাণে গরুড়কে কামরূপী বলিয়াছেন।

"কামরূপী কামগমঃ কামবীর্য্যো বিহঙ্গমঃ।
অগ্নিরাশিরিবোদ্ভাসন্ সমিদ্ধোঽতিভয়ঙ্করঃ॥
বিদ্যুদ্বিস্পষ্টপিঙ্গাক্ষো যুগান্তাগ্নিসমপ্রভঃ।
প্রবৃদ্ধঃ সহসা পক্ষী মহাকায়ো নভো গতঃ॥
ঘোরো ঘোরস্বনো রৌদ্রো বহ্নিরৌর্ব্ব ইবাপরঃ॥"

তৎপরে তৃতীয় বিকাশ শিবরূপে কল্পিত হইয়াছে। ইহাই কর্ম্মের

সমাপ্তি বা লয়। কর্ম্মের লয়ে জ্ঞানের প্রকাশ হয় "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" অতএব শিবরূপ জ্ঞানময়। সর্ব্বপ্রকাশকত্ব হেতু ইনি শ্বেতবর্ণ। ইহার ধারণাস্থান ললাট অর্থাৎ মস্তক। যোগধারণা বা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব হেতু সর্ব্বোত্তম মস্তকই ইহার স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কর্ম্মের এই অবস্থা হইলে অর্থাৎ জ্ঞান প্রকাশ হইলে ত্রিশূলের বা ত্রিতাপের নাশ হয় এবং শব্দের বিভাগের দ্বারা আর চিত্ত মোহিত হয় না, সেইহেতু ত্রিশূল এবং ডমরু উভয় হস্তে ধৃত আছে ইহা দেখাইয়াছেন। শব্দবিভাগকারী যন্ত্রবিশেষকে ডমরু বলে এবং ত্রিশূল অর্থে ত্রিতাপ বোদ্ধব্য। মনরূপী চন্দ্র অর্দ্ধাংশে শিবের মস্তকে ধৃত আছে। অন্তর ও বাহির এই উভয়ে মনরূপ চন্দ্র পূর্ণভাবে অবস্থিত। অন্তরে জ্ঞানরূপে এবং বাহিরে বিষয়রূপে অবস্থিতি হেতু মনরূপ পূর্ণচন্দ্রের অর্দ্ধাংশমাত্র প্রত্যেকটিতে যথাক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। জ্ঞানরূপী শিব এবং বিষয়রূপিনী শক্তি মনরূপ চন্দ্রকে অর্দ্ধাংশে বিভাগ করিয়া পুনরায় একত্রীকরণ পূর্ব্বক তাহার পূর্ণত্ব সম্পাদন করিতেছেন। ইহাই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের আদান-প্রদান। "অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ॥" শ্রীশ্রীচণ্ডী।

জ্ঞানপ্রকাশক তৃতীয়নেত্র কর্ম্মান্তে প্রকট হয় বলিয়া ত্রিনেত্রদ্বারা শিব বিভূষিত। ইহার আসন বৃষভ। শাস্ত্রে ভগবান ধর্ম্মকে চতুষ্পাদ বৃষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই চতুষ্পাদ ধর্ম্মের উপরই শিব আসীন। "বৃষচতুষ্পাৎ ভগবান্ ধর্ম্মঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।" বৃষোৎসর্গে ধর্ম্মকে চতুষ্পাদ বৃষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা— ধর্ম্মোঽসি ত্বং চতুষ্পাদশ্চতস্রস্তে প্রিয়াস্থিমাঃ।

চতুর্ণাং পোষণার্থায় ময়োৎসৃষ্টাস্ত্বয়া সহ॥
দেবানাঞ্চ পিতৄনাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ যোষিতঃ।
ভূতানাং তৃপ্তিজননার্থয়া সার্দ্ধং ব্রজস্থিমাঃ॥

বৃষভাসনের ইহাই তাৎপর্য্য।

অতএব ইচ্ছা, ক্রিয়া এবং জ্ঞান. এই ত্রিশক্তির সমন্বয়ে আত্মা প্রকাশ হয়েন এবং প্রাণের বিশ্রাম হইয়া থাকে। ফলতঃ কর্ম্মের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে যদি আত্মাতে স্থির থাকিয়া কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করা যায় তাহা হইলে প্রাণায়াম সম্পূর্ণ হইয়া থাকে।

শরীরমধ্যে ভূতবৃত্তিগুলির বিভাগ স্থান সাতটি। ইহারাই ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহারাই পৃথ্বীতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, তেজতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং বুদ্ধিতত্ত্বরূপে যথাক্রমে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, হৃদয়, কণ্ঠ, ভ্রূমধ্য এবং মস্তকে অবস্থিত আছে। কর্ম্মকর্ত্তা অহংকার এই সপ্তক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়া প্রকাশশক্তি সংযোগে শব্দস্পর্শাদি বিষয়সকল প্রবর্ত্তন করতঃ চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ে তাহাদিগকে সংগ্রহ পূর্ব্বক ব্যক্ত করিয়া থাকেন। ইহাই সপ্তব্যাহৃতির অর্থ। গায়ত্রী অর্থাৎ বিশুদ্ধ বুদ্ধির সহিত এই ব্যাহরণক্রিয়া সম্পন্ন হইলে বুদ্ধিক্ষেত্রে পূর্ণ আত্মার বিকাশ হয় এবং "আপোজ্যোতীরসোহমৃতং" ইতিরূপে কায়মনবাক্যাত্মক শরীরে ব্যক্ত হইয়া ব্রহ্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে থাকে।

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥" গীতা।

আপোজ্যোতীরসোহমৃত শব্দের অর্থ যথা—অনুরাগ এবং অনুরাগের বিষয় একত্র হইলে রসরূপ আত্মা প্রকাশ হয়েন এবং ইহাই অমৃতত্ব। আপ=অনুরাগ, জ্যোতি=অনুরাগের বিষয়, রস (রসোবৈআত্মা)=আত্মা, অমৃত=পরমানন্দ।

ইতি প্রাণায়ামঃ।

ততআচমনং তত্র প্রাতর্ম্মন্ত্রঃ।

অর্থ। তৎপরে আচমন এবং নিম্নলিখিত প্রাতর্ম্মন্ত্র আবৃত্তি করিবে।

সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্মর্ষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদ্রাত্রিয়া পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু। যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি ইদমহং মামমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা॥ ৭॥

অর্থ। সূর্য্যশ্চ মা ইতি মন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষিঃ প্রকৃতিঃ ছন্দঃ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যঃ চ মন্যুঃ চ মন্যুপতয়ঃ চঃ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যঃ মা (মাং) রক্ষন্তাম্। রাত্রিয়া (রাত্র্যা) মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাম্ উদরেণ শিশ্না যৎ পাপম্ অকার্ষং রাত্রিঃ তৎ (পাপম্) অবলুম্পতু। যৎ কিঞ্চ (কিঞ্চিৎ) দুরিতং (পাপং) ময়ি (আত্মনি) (আশ্রিতং) (তৎ) ইদং (পাপং) মাং (আত্মানং পাপকর্ত্তারং অহংকারমিত্যর্থঃ) (চ) অমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি অহং (পুরুষত্বপ্রয়োগেন) জুহোমি (অর্পয়ামি) স্বাহা।

সূর্য্যশ্চ মা ইত্যাদি মন্ত্রের ব্রহ্ম ঋষিঃ, প্রকৃতি ছন্দঃ, আপ দেবতা, আচমন কার্য্যে বিনিয়োগ হয়। সূর্য্য, মন্যু অর্থাৎ যজ্ঞ, মন্যুপতিগণ অর্থাৎ যজ্ঞপতিগণ, যজ্ঞকালে কৃত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। রাত্রিকালে মন, বাক্য, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, উদর এবং শিশ্ন দ্বারা যে পাপ (দুঃখজনক কার্য্য) অনুষ্ঠিত হইয়াছে, রাত্রি তাহার নাশ করুন। আমাতে অর্থাৎ আত্মাতে যে কিছু পাপ আশ্রয় করিয়াছে তাহাকে এবং সেই পাপের কর্ত্তা (বিষয়-

ভোগাভিলাষী) অহংকারকে আমি (পুরুষত্ব প্রয়োগের দ্বারা) অমৃত-যোনি ও প্রকাশশক্তিসমন্বিত সূর্য্যে অর্পণ করি।

আভাস। প্রাতঃশব্দে কর্ম্মারম্ভকাল বোদ্ধব্য। ঋষাতে প্রকাশ্যতে এভিঃ ইতি ঋষয়ঃ ইন্দ্রিয়াদয়ঃ ইত্যর্থঃ। কর্ম্মারম্ভে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ স্বভাবস্থিতি প্রার্থনীয়। ইহাই ব্রহ্মর্ষি শব্দের তাৎপর্য্য। প্রকৃতি শব্দে শব্দস্পর্শরূপরসাদি বিষয় বোদ্ধব্য। ইহারা ইন্দ্রিয়গণকে আচ্ছাদন করতঃ প্রকাশ হয় বলিয়া প্রকৃতিশ্ছন্দঃ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ ব্যতীত কর্ম্ম হয় না ; স্বভাবস্থিত ইন্দ্রিয়ে শব্দস্পর্শাদি বিষয় সঙ্গত হইলে বিষয় সকল স্বরূপে অবস্থিতি করে। ইহাই প্রকৃতিশ্ছন্দঃ শব্দের তাৎপর্য্য। ছাদনাৎ ছন্দ উচ্যতে বা ছাদয়তি আচ্ছাদয়তি ইতি ছন্দঃ। ইহার দেবতা হইয়াছেন অপ্। অপ্ শব্দে কর্ম্মের অনুরাগ বোদ্ধব্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অপ্ আত্মার প্রথম অভিব্যক্তি মাত্র। ইহা অনুরাগাত্মা নামে উক্ত হইয়াছে। এই অনুরাগ আদিতে প্রকাশ না হইলে ইন্দ্রিয় কর্ম্মঠ হয় না এবং বিষয়গুলিও ইন্দ্রিয়ে সঙ্গত হয় না। এখন প্রার্থনা করিতেছেন যে, সূর্য্য বা বুদ্ধ্যাশ্রিত অহং, মন্যু অর্থাৎ যজ্ঞ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সঙ্গতকরণরূপ ক্রিয়া এবং মন্যুপতিগণ অর্থাৎ মনবুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়গণ, ইহারা যেন যজ্ঞানুষ্ঠানকালে অর্থাৎ কর্ম্মকালে উৎপন্ন পাপ বা দুঃখ হইতে আমাকে (আমার আত্মাকে) রক্ষা করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মকালে বিষয়ের সঙ্গ ইন্দ্রিয়মাত্রেই হইয়া থাকে এবং এই সঙ্গবশতঃ ইন্দ্রিয়ে ভোগাভিলাষ জন্মে ও তাহা দুঃখের কারণ হয়, সুতরাং প্রার্থনা এই যে, ইন্দ্রিয়, কর্ম্ম এবং কর্ম্মকর্ত্তা অহংকার যেন বিষয়সঙ্গ প্রাপ্ত না হয়েন এবং আত্মাকে অবসাদিত না করেন।

আত্মা ভূতভাবাপন্ন হইলে প্রসুপ্ত বলিয়া খ্যাত হয়েন। এই প্রসুপ্তিই রাত্রি শব্দের অর্থ। এবম্বিধ প্রসুপ্ত অবস্থায় কর্ম্মেন্দ্রিয়ে এবং মনে যদি

কোন দুঃখজনক কর্ম্ম অর্থাৎ ভোগার্থ কামরাগযুক্ত দুশ্চেষ্টা সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে, রাত্রি অর্থাৎ অব্যক্তা প্রকৃতি সেই সকলের যেন নাশ করেন অর্থাৎ অন্তঃপ্রকৃতিতে পরিপাক করিয়া অনুতাপের বা পুনঃ শোচনার উৎপত্তি না করেন। এতদ্ব্যতীত আমাতে অর্থাৎ আমার অন্তরাত্মাতে সংস্কাররূপে যে কোন দুঃখোৎপাদিকা চেষ্টা আশ্রিতা আছে তাহা অমৃতযোনি প্রকাশশক্তিসমন্বিত বুদ্ধ্যাশ্রিত অহংচৈতন্যে যেন অর্পণ করিতে পারি।

স্থূলভাবের অর্থ অতি সরল সুতরাং তাহার আভাস প্রয়োজন নাই। মন্যু শব্দের অর্থান্তর ক্রোধ হইতে পারে। অতএব তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ক্রোধ কাহাকে বলে? রাগদ্বেষের একত্র অনুভূতির নাম ক্রোধ। অর্থে অনুরাগ আছে; যদ্যপি কেহ তাহা হরণ করিতে চায় তবে দ্বেষের উৎপত্তি হয়; অতএব অনুরাগের বিষয় এবং দ্বেষের পাত্র উভয়ে একত্র হইলেই ক্রোধের উৎপত্তি করে। পুত্র মরিয়াছে কিন্তু কে মারিল তাহার কোন প্রকাশ না থাকাতে ক্রোধ হয় না। তাই বলিতেছেন যে, সূর্য্য অর্থাৎ বুদ্ধ্যাশ্রিত অহং, মন্যু-অর্থাৎ রাগদ্বেষের একত্রানুভূতিরূপ কর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং এই বৃত্তির অধিপতি ইন্দ্রিয়গণ ইহারা যেন ক্রোধকৃত পাপ বা দুঃখ হইতে আত্মাকে রক্ষা করেন।

"ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥"
"ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥" গীতা।

মধ্যাহ্নে মন্ত্রশ্চ।

মধ্যাহ্নে সন্ধ্যার সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

আপঃ পুনন্ত্বিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণুঋর্ষিরনুষ্টুপছন্দ আপো-দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথিবী পূতা পুনাতু মাম্। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাম্॥ যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা ॥ ৮ ॥

অর্থ। ওঁ আপঃ পৃথিবীং (শরীরং) পুনন্তু (পবিত্রাং কুর্ব্বন্তু), পৃথিবী পূতা (অদ্ভিঃ পূতা সতী) মাং (কর্ত্তারং অহংকারং) পুনাতু। ব্রহ্মণঃ পতিং (সর্ব্বক্ষেত্রেষু সমিষ্টিরূপেনাবস্থিতং ক্ষেত্রজ্ঞপুরুষং) পুনন্তু (পবিত্রং কুর্ব্বন্তু); ব্রহ্ম পূতা (পূতং সৎ) মাম্ (আত্মানং) পুনাতু। যৎ উচ্ছিষ্টং অভোজ্যঞ্চ (গৃহীতং) যদ্বা মম দুশ্চরিতং (জাতং) অসতাং চ (যৎ) প্রতিগ্রহং (কৃতং) তৎ সর্ব্বং (পুনন্তু) আপঃ মাম্ (আত্মানং) পুনন্তু (পবিত্রং কুর্ব্বন্তু) স্বাহা (ত্যাগান্তে স্বাহেতিমন্ত্র উচ্চার্য্যঃ) ইতি প্রার্থনা।

আপঃ পুনন্তু ইত্যাদি মন্ত্রের বিষ্ণু ঋষি, অনুষ্টুভ্ ছন্দঃ, আপ দেবতা, আচমনে প্রয়োগ হয়। অপ্ পৃথিবীকে (শরীরকে) পবিত্র করুন। শরীর পবিত্র হইয়া কর্ম্মকর্ত্তা আমাকে পবিত্র করুন। ব্রহ্মপতি অর্থাৎ সর্ব্বক্ষেত্রে সমষ্টিরূপে অধিষ্ঠিত অহংপুরুষকে পবিত্র করুন। ইনি পবিত্র হইয়া আত্মা পবিত্র হউন। উচ্ছিষ্ট এবং অভোজ্য ভোজন, দুশ্চেষ্টা এবং অসৎ প্রতিগ্রহ যাহা যাহা কর্ম্মকালে উৎপন্ন হইতে পারে বা হইয়াছে, সে সমস্তই অপ্ বা জল পবিত্র করুন ও আমাকে বা আত্মাকে পবিত্র করুন, ইহাই অত্র প্রার্থনা।

আভাস। কর্ম্মকালে শরীরই প্রধান অবলম্বন অতএব আত্মজনিত অনুরাগের দ্বারা শরীরকে স্বভাবে রক্ষা করিবার প্রার্থনা করিতেছেন। শরীর রক্ষিত হইলে তদধিষ্ঠিত কর্ম্মকর্ত্তা অহংকার স্বভাবে থাকিবেন এবং চক্ষুরাদি সর্ব্বক্ষেত্রে অবস্থিত ক্ষেত্রজ্ঞ সমষ্টি অহংকার (ব্রহ্মপতি) স্বভাবে থাকিবেন এবং কর্ম্মকালে কামরাগাদি কুচেষ্টা এবং বিষয়ের অযথা সঙ্গ-করণাদি ব্যাপার প্রত্যক্ষীকৃত হইয়া নিবৃত্ত হইবে এবং আত্মা পবিত্র থাকিবেন।

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥" গীতা ॥

সায়াহ্নে মন্ত্রশ্চ।

সায়াহ্নকালে এই মন্ত্র বলিবে।

অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য রুদ্র ঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যু-পতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদহ্না পাপম-কার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি ইদমহংমামমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥ ৯ ॥

অর্থ—অগ্নিশ্চ মা ইতি মন্ত্রস্য রুদ্র ঋষিঃ প্রকৃতি ছন্দঃ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিঃ চ মন্যুঃ চ মন্যুপতয়ঃ চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যঃ মা (মাং) রক্ষন্তাম্। অহ্না মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাম্ উদরেণ শিশ্না সংপাপম্ অকার্ষং অহঃ তৎ অবলুম্পতু। যৎ কিঞ্চ (কিঞ্চিৎ)

দুরিতং (পাপং) ময়ি (আত্মনি) (আশ্রিতং) (তৎ) ইদং (পাপং) মাং (আত্মানং পাপকর্ত্তারং অহংকারং) (চ) অমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি (অর্পয়ামি) স্বাহা ॥

অগ্নিশ্চ মা ইত্যাদি মন্ত্রের রুদ্র ঋষি, প্রকৃতি ছন্দঃ, আপ দেবতা আচমনে প্রয়োগ হয়। অগ্নি, মন্যুঃ (যজ্ঞ), মন্যুপতিগণ (যজ্ঞপতিগণ), যজ্ঞকালে কৃত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। দিবাভাগে বা কর্ম্মকালে মন, বাক্য, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, উদর, এবং শিশ্ন দ্বারা যে পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে দিবস তাহার নাশ করুন। আমাতে অর্থাৎ আত্মাতে যে কিছু পাপ আশ্রয় করিয়াছে তাহা এবং পাপের কর্ত্তা (বিষয়ভোগাভিলাষী) অহংকারকে আমি অমৃতযোনি সত্যরূপ জ্যোতিতে অর্পণ করি ॥ ৯ ॥

আভাস। কর্ম্মান্তে জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"। জ্ঞানময় শুদ্ধ অহংচৈতন্যের নাম অগ্নি। কর্ম্মের তিনটি অবস্থা যথা, সংকল্প, ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান এবং তৎসমাধা। কর্ম্ম সমাধা হইলে এই শুদ্ধ অহংচৈতন্যের বা অগ্নির বিকাশ হইয়া থাকে; ইহাই সত্য অর্থাৎ সংকল্পের প্রতিপালন বা সমাপ্তি। ইহার ঋষি রুদ্র। ইনি অগ্নিমূর্ত্তি। "রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ"। ইহাই লয়স্থান। "অগ্নি জ্যোতিরহঃশুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্"। মন্যু শব্দের অর্থ যজ্ঞ এবং ক্রোধ দুইই করা যায়, প্রাতর্ম্মন্ত্রে ইহা বলা হইয়াছে। স্থূলভাবের অর্থ সরল বলিয়া তাহার আভাস দেওয়া হইল না।

প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই তিনমন্ত্রে কর্ম্মের আদি, মধ্য এবং অন্ত যথাক্রমে কল্পিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা আদিভূত অহংকারের, ইন্দ্রিয়াদির, শব্দস্পর্শাদি প্রকৃতির এবং আত্মার অনুকূল অনুরাগের ব্রহ্মত্ব দেখাইয়া কায়মনবাক্যাত্মক ত্রিদেহে পাপ-নাশক অতএব আত্মজ্ঞানপ্রদ কর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ইত্যাচমনম্।

ইহার পর আচমন করিবে।

(ততোজলে গায়ত্রীং জপ্ত্বা পুনর্ম্মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ)।

অর্থ। তৎপরে জলে গায়ত্রী জপ করিয়া পুনর্ম্মার্জ্জন করিবে।

আপো হি ষ্ঠেতি ঋক্‌ত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা আপোমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ ন উশতীরিব মাতরঃ॥ ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ॥ ১০॥

ইতি পুনর্ম্মার্জ্জনম্।

অর্থ। আপো হি ষ্ঠা ইত্যাদি তিনটি ঋকের সিন্ধুদ্বীপ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, আপ দেবতা আপমার্জ্জনে প্রয়োগ হয়। এই মন্ত্র তিনটীর অর্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। অত্র ঋষি হইয়াছেন সিন্ধুদ্বীপ। আধ্যাত্মিকভাবে সিন্ধুদ্বীপ শরীরকে বুঝাইতেছে। সপ্তদ্বীপের সহিত সমুদ্র যেরূপ পৃথিবী বলিয়া খ্যাত তদ্রূপ চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদ্বীপ পূর্ণানুরাগরূপ মহাসমুদ্রের সহিত কায়মনবাক্যাত্মক ঋকত্রয়রূপী শরীরের প্রকাশ করিতেছে। অতএব জলস্থলসমন্বিত শরীরই সিন্ধুদ্বীপ শব্দের অর্থ। মার্জ্জন অর্থে নির্ম্মলীকরণ। অপ্ বা জলের দ্বারা স্থূলভাবে এবং কর্ম্মপ্রবর্ত্তক বিশুদ্ধ অনুরাগ দ্বারা সূক্ষ্মভাবে এই শরীরের মার্জ্জন বা নির্ম্মলীকরণ হইয়া থাকে।

(ততো জলগণ্ডূষং নাসিকায়ামারোপ্য)

অর্থ। তৎপরে জলগণ্ডূষ নাসাগ্রে ধারণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে।

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চেতি মন্ত্রস্য অঘমর্ষণঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো ভাববৃতোদেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঅর্ণবঃ॥ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঅজায়ত। অহো-রাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ। ১১॥

(ইতি পঠিত্বা ভূমৌ তজ্জলগণ্ডূষং ত্যজেৎ। ততো গায়ত্র্যা জলাঞ্জলিত্রয়ং সূর্য্যায় দত্যাৎ। মধ্যাহ্নে তু সকৃৎ)।

অর্থ। ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ ইত্যাদি মন্ত্রের অঘমর্ষণ ঋষি, অনুষ্টুভ্‌ ছন্দঃ, ভাবভৃতঃ দেবতা, অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রয়োগ হয়। অঘং পাপং মর্ষয়তি ইতি অঘমর্ষণম্‌। পাপ বা দুঃখনাশক অনুষ্ঠান ইহার ঋষি। অনুষ্টুভ্‌ বা বিদ্যা (সরস্বতী) ইহার ছন্দ; শক্তি বিদ্যারূপিণী না হইলে জীব মুক্ত হয় না। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলিয়াছেন "সা বিদ্যা পরমমুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী"। ভাবভৃতঃ ইহার দেবতা। ভাবান্‌ বিভ্রতি ধারয়তি পোষয়তি ইত্যর্থঃ মনবুদ্ধি-অহংকারই ভাবের ধারণ বা পোষণ করিয়া থাকে। অতএব ভাবধারক মনবুদ্ধিঅহংকারের বা চিত্তের বিশুদ্ধতাই ইহার দেবতাস্বরূপে কল্পিত হইয়াছে। অশ্বমেধ যজ্ঞে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। অশ্বানাং ইন্দ্রিয়াণাং মেধঃ হননং বশীকরণং সংযমো বা তেন তরণীয়ঃ কর্ম্মাদিভিঃ ইত্যর্থঃ। ভৃথাত্তোঃ কর্ম্মণি ক্ত প্রত্যয়েন নিষ্পন্নম্‌। ইন্দ্রিয়সংযম কার্য্যে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয় ইহা বলিতেছেন।

আভাস।—ইন্দ্রিয়সকল সংযত হইলে মনবুদ্ধিঅহংকার বা ভাবসকল সংযত হয় এবং পাপের বা দুঃখের নাশ হইয়া আত্মা পুষ্ট থাকেন। মন্ত্রের অর্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

(ইহা পাঠ করিয়া ভূমিতে জলগণ্ডূষ ত্যাগ করিবে; তৎপরে গায়ত্রী পড়িয়া সূর্য্যের উদ্দেশে তিনবার জলাঞ্জলি দিবে। মধ্যাহ্নে একবার মাত্র জলাঞ্জলি দিবে।)

ততঃ সূর্য্যোপস্থানং কুর্য্যাৎ তত্র মন্ত্রঃ।

অর্থ। তৎপরে সূর্য্যোপস্থান করিবে এবং তাহার মন্ত্র এই।

উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কণ্বঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্॥ ১২॥ চিত্রমিত্যস্য কুৎসঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবীঅন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥ ১৩॥

ইতি সূর্য্যোপস্থানম্॥

অর্থ।—উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কণ্বঃ ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ কেতবো (সর্ব্বলোকপ্রদীপকাঃ রশ্ময়ঃ) বিশ্বায় (বিশ্বস্য শরীরস্য) দৃশে (দর্শনায়) ত্যং (তং) জাতবেদসং (তেজোময়ং) দেবং সূর্য্যং (বুদ্ধিবৃত্তিং) উদ্বহন্তি (আত্মনি সংযোজয়ন্তি) ॥ ১২॥ চিত্রমিত্যস্য কুৎসঋষি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে

বিনিয়োগঃ। দেবানাং অনীকং মিত্রস্য বরুণস্য অগ্নেঃ চক্ষুঃ (অসৌ সূর্য্যঃ) চিত্রং বিচিত্রং বহুবিধরূপেন) উদগাৎ (উদিতোঽভবৎ)। (উদিত্য চ) জগতঃ (জঙ্গমস্য) তস্থুষঃ (স্থাবরস্য) আত্মা সূর্য্যঃ দ্যাবা পৃথিবীং চ অন্তরীক্ষং আপ্রাঃ (রশ্মিজালেন আপূরিতবান্) ॥ ১৩॥

উদুত্যং ইত্যাদি মন্ত্রের প্রস্কণ্ব ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, সূর্য্য দেবতা সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ হয়। (লোকপ্রকাশক) রশ্মি সকল সেই তেজময় সূর্য্যকে সমস্ত বিশ্বের বা শরীরের প্রত্যক্ষীকরণ জন্য ঊর্দ্ধে বহন করিতেছেন অর্থাৎ আত্মায় সংযোগ করিয়া দিতেছেন। চিত্রমিত্যস্য মন্ত্রের কুৎস ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, সূর্য্য দেবতা সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ হয়। দেবতাদিগের সমষ্টিস্বরূপ, মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুস্বরূপ সূর্য্য বিচিত্রভাবে উদিত হইয়াছেন অর্থাৎ নানা বিষয়ে নানাভাবে প্রকাশ হইতেছেন। উদিত হইয়া স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকল জগতের আত্মাস্বরূপ সূর্য্য, দ্যুলোক, পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষকে সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ করিয়াছেন।

আভাস। এই মন্ত্রের ঋষি হইলেন প্রস্কণ্বঃ। প্রস্কণ্বঃ অর্থাৎ পতিতঃ ইতি হেমচন্দ্রঃ; স্বধর্ম্মচ্যুতঃ।

"স্বধর্ম্মং যঃ সমুচ্ছিদ্য পরধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ।
অনাপদি স বিদ্বদ্ভিঃ পতিতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" মার্কণ্ডেয় পুরাণম্।

জীব আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে অবস্থিত হইলে ঊর্দ্ধে বা আত্মায় তাহার আত্মাকে অর্থাৎ কর্ত্তা অহংভাবকে স্থাপন করিবার জন্য এই সূর্য্যোপস্থান মন্ত্রের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ঋষিশব্দ প্রকাশার্থ জ্ঞাপক। পতিত হইলে একমাত্র পাতিত্যদোষই তখন প্রবল হইয়া বিষয় সকলকে তদ্ভাবাপন্ন করে এবং কর্ম্মকর্ত্তার তাহাই স্বভাব বলিয়া পরিলক্ষিত হয় সুতরাং অন্তরাত্মা পতিত হইয়াও এখানে ঋষিশব্দে উক্ত হইয়াছেন। গায়ত্রী বা বিশুদ্ধবুদ্ধিরূপ ছন্দ দ্বারা ইহাকে পূজিত করিলে সূর্য্য বা বিষয়-

প্রকাশক সৎবুদ্ধি উৎপন্ন হয় এবং সূর্য্যোপস্থান হইয়া থাকে। উপ সমীপে স্থানম্ অবস্থানং স্থিতিরিত্যর্থঃ ইতি উপস্থানম্। সূর্য্যস্য উপস্থানম্ ইতি সূর্য্যোপস্থানম্। সৎ কর্ম্মবুদ্ধি প্রাপ্ত হইবার উদ্দেশ্যে আর্য্যঋষিগণ এই মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। দণ্ডায়মান হইয়া অর্থাৎ পুরুষত্ব প্রয়োগদ্বারা শরীরকে পৃথিবী হইতে বা কামরাগযুক্ত দেহকে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাত্মক জগৎ হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক উপবীত বা শরীরস্থিত নবগুণকে সূর্য্যের প্রতি বা বুদ্ধিসত্ত্বার উদ্দেশে গ্রহণ করিয়া এই সূর্য্যোপস্থানের বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে। পতন পৃথিবীতে বা রূপরসাদি গুণে হয় বলিয়া তাহা হইতে শরীরের উত্তোলন বিধেয়। বিশুদ্ধবুদ্ধিপূটিত নবগুণ যে উত্তম কর্ম্মবুদ্ধির সূচনা করিবে ইহাতে বোধ করি কাহারও সন্দেহ নাই। কর্ম্মবুদ্ধি হইলেন সূর্য্য এবং তাঁহার বিষয়প্রকাশক শক্তি রশ্মি নামে কথিত। এই কর্ম্মবুদ্ধি সূর্য্য সমগ্র কর্ম্মজগতের বা কর্ম্মদেহের প্রসবকর্ত্তা বলিয়া সবিতা নাম ধারণ করিয়াছেন। "সর্ব্বলোক প্রসবনাৎ সবিতা সতু কীর্ত্ত্যতে"। কেতু শব্দের অর্থ চিহ্ন। কিরণজাল সূর্য্যের চিহ্ন বলিয়া কেতবঃ অর্থে রশ্ময়ঃ হইয়াছে। রশ্মি ব্যতীত সূর্য্যের যেরূপ ধারণা হয় না সেইরূপ প্রকাশশক্তি ব্যতীত বুদ্ধিসত্ত্বার অনুভূতি হয় না। অতএব রশ্মিসকল অর্থাৎ বিষয়প্রকাশক শক্তিসকল বিষয়কে প্রকাশ করিয়া শরীরে সঞ্চত পূর্ব্বক শরীরদ্বারা বুদ্ধি-সত্ত্বার প্রত্যক্ষতা উপলব্ধি করাইয়া আত্মযোগ সম্পাদন করাইতেছে। ১২ ॥

চিত্রমিত্যস্য মন্ত্রের ঋষি হইলেন কুৎস; কুৎস অবক্ষেপে ইতি কবি-কল্পদ্রুমঃ; চিত্তে অবক্ষেপের উৎপত্তি হইলে তাহার নিরাকরণ এই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। ত্রিষ্টুপ্ অর্থাৎ কায়মনবাক্যাত্মক শরীর ইহার ছন্দ বা আবরণ স্থান। ইহা বুদ্ধিসূর্য্যের প্রকাশক বলিয়া সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ হইয়া থাকে। মিত্র হইলেন কর্ম্মক্ষেত্র শরীর, বরুণ হইলেন অসাধার মন এবং অগ্নি বাক্যরূপী। মনবুদ্ধিঅহংকাররূপী দেবতাদিগের সমষ্টি চিত্ত নামে

অভিহিত। অতএব চিত্ত অর্থাৎ অন্তরাত্মা এবং তাহার আধার কায়মনবাক্যাত্মক শরীর একত্র হইলে উত্তম কর্ম্মবুদ্ধির উদয় হয় যাহাকে চক্ষু অর্থাৎ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবার দ্বার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এবম্বিধ বুদ্ধি বিচিত্রভাবে অর্থাৎ নানাপ্রকারে নানাবিষয়ে কর্ম্মকালে পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা তৎপরে জঙ্গম অর্থাৎ চলমান বাক্যের এবং স্থাবর অর্থাৎ শরীরের আত্মা বা স্থিতিস্বরূপ থাকিয়া স্বর্গ, পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষের অর্থাৎ কায়মনবাক্যাত্মক শরীরের পরিপূর্ণত্ব বিধান করে। ফলকথা চিত্ত গুণমোহে পতিত বা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইলে পুরুষত্বের দ্বারা বিশুদ্ধবুদ্ধি সংগ্রহ পূর্ব্বক উত্তম কর্ম্মবুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে বলিতেছেন যদ্দ্বারা বিষয়সকল শরীরে সঙ্গত হইয়া ঐ কর্ম্মবুদ্ধিকে আত্মায় সংস্থাপন করিবে এবং মনবুদ্ধিঅহংকারের সমতা আনয়ন পূর্ব্বক কায়মন-বাক্যাত্মক কর্ম্মদেহে নানাবিধ কর্ম্ম করাইয়া তাহার পরিপূর্ণত্ব বিধান করিবে, ইহাই অভিপ্রায়। ১৩॥ ইহাই সূর্য্যোপস্থান।

ওঁ নমো ব্রহ্মণে নমো ব্রাহ্মণেভ্যো নম আচার্য্যেভ্যো নম ঋষিভ্যো নমো দেবেভ্যো নমো বেদেভ্যো নমো বায়বে চ মৃত্যবে চ বিষ্ণবে চ নমো বৈশ্রবণায় চোপজায়ত ॥ ১৪ ॥

(এতদনন্তরং নিষ্পিতৃকস্য পিত্রাদিতর্পণম্) ॥

অর্থ। ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণগণ, আচার্য্যগণ ঋষিগণ, দেবতাগণ, বেদসকল, বায়ু, মৃত্যু, বিষ্ণু, ও বৈশ্রবণ ইঁহাদিগকে নমস্কার।

ইহার পর পিতৃহীনদিগের পিতৃতর্পণ।

অথ গায়ত্র্যা আবাহনম্। তত্র কৃতাঞ্জলিঃ।

অর্থ। অনন্তর গায়ত্রীর আবাহন। করদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করিবে।

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রিচ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনির্নমোঽস্তু তে ॥ ১৫ ॥

(ইত্যাবাহ্য) ওঁ (হৃদি), ভূঃ (শিরসি), ভু (শিখায়াম্), বঃ (সর্ব্বগাত্রেষু), স্বঃ (করতলদ্বয়ে)।

অর্থ। হে বরদায়িনি, ত্র্যক্ষরে, ব্রহ্মপ্রকাশিনি, ছন্দ সকলের মাতা ব্রহ্মযোনি গায়ত্রি। (তুমি) আগমন কর; তোমাকে প্রণাম করি। (এই প্রকারে আবাহন করিয়া) ওঁ শব্দের দ্বারা হৃদয়, ভূঃ শব্দের দ্বারা মস্তক, ভু শব্দের দ্বারা শিখা, বঃ শব্দেব দ্বারা সর্ব্বগাত্র স্পর্শ করিয়া স্বঃ শব্দের দ্বারা করতলধ্বনি করিবে। ইহা তিনবার করনীয়।

আভাস। এই মন্ত্রে বিশুদ্ধবুদ্ধি প্রাপ্ত হইবার প্রার্থনা করিতেছেন। গায়ন্তং ত্রায়তে ইতি গায়ত্রী। বিশুদ্ধবুদ্ধিই গায়ত্রীর রূপ; যাঁহার মনবুদ্ধি-অহংকারে সতত বিশুদ্ধবুদ্ধি অবস্থিত, তিনি সদামুক্ত। এই মন্ত্রে লিখিত বিশেষণ গুলির দ্বারা বিশুদ্ধবুদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন। বিশুদ্ধ-বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে জীবের সকল ইষ্ট লাভ হয়, সেই হেতু ইনি বরদা নামে অভিহিতা হইয়াছেন। ত্রিষু মনোবুদ্ধ্যহংকারাদিষু তৈজসদেহেষু অক্ষরা পূর্ণা ইতি ত্র্যক্ষরা তস্যাঃ সম্বোধনে ত্র্যক্ষরে। কর্ম্মের প্রবর্ত্তক মনবুদ্ধি-অহংকাররূপ ত্রিবিধ তৈজস শরীরের পূর্ণত্ব বিধান করেন বলিয়া বিশুদ্ধবুদ্ধি ত্র্যক্ষরা নামে অভিহিতা। ব্রহ্ম বদতি প্রকাশয়তি ইতি ব্রহ্মবাদী স্ত্রিয়াং সম্বোধনে ব্রহ্মবাদিনি। কায়মনবাক্যাত্মক ত্রিবিধ শরীরে বিষয়সকল সংযোগ করতঃ আত্মাকে প্রকাশ করে বলিয়া বিশুদ্ধবুদ্ধি ব্রহ্মবাদিনী শব্দে বিশেষিতা হইয়াছেন। ছাদয়তীতি ছন্দঃ। ইন্দ্রিয়গণকে আচ্ছাদন করে বলিয়া বিষয়গুলি ছন্দ নামে অভিহিত। ইনি ছন্দগণের অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি বিষয় সকলের জনয়িত্রী, যেহেতু বুদ্ধি বিশুদ্ধা হইলে বিষয়ের

স্বরূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়দ্বারে নির্দ্দোষ গুণকর্ম্মসকল প্রকাশ হইয়া গায়ত্রীর বা বিশুদ্ধবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করে, ইহাই তাৎপর্য্য। ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ আত্মার প্রকাশক্ষেত্র। বুদ্ধি বিশুদ্ধা হইলে সুখস্বরূপ আত্মা প্রকাশ হইয়া থাকেন।

ফলকথা বুদ্ধি বিশুদ্ধা হইলে সকল কর্ম্মে শ্রেয়োলাভ হয়, কায়মন-বাক্যাত্মক শরীরে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ে, বিষয়ে এবং ভাবে সদাই সমতা বিরাজ করে এবং দুঃখের নাশ হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলিয়াছেন যথা:—

"শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধানমুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায় বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী" ॥

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই শব্দদ্বারা স্থূলতঃ ন্যাস করিতে উপদেশ করিতেছেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, স্থূল শরীরও বিশুদ্ধবুদ্ধির উদয়ে পরিপূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহার প্রতীতিকরণই এই বাহ্য প্রয়োগের অভিপ্রায়। হৃদয় অর্থে ভাবস্থান, শির অর্থে জ্ঞানস্থান, শিখা অর্থে বুদ্ধিস্থান এবং সর্ব্বগাত্র ও করদ্বয় অর্থে সমগ্র কর্ম্মশরীর বোদ্ধব্য। এই সকল ক্ষেত্রেই ব্রহ্মকর্ম্ম সূচিত এবং অনুষ্ঠিত হউক ইহাই উপদেশের বিষয়। সর্ব্বং খল্বিদংব্রহ্ম। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।

(এবমপরবারদ্বয়ং ন্যসেৎ)

(আহ্নিকতত্ত্বের মতে নিম্নলিখিত মন্ত্রে আর দুইবার ন্যাস করিবে)

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ।

অর্থ। ইহার অর্থ পূর্ব্বে (৫) মন্ত্রে বলা হইয়াছে। অত্র প্রয়োগের একটু প্রকারান্তর আছে, যেহেতু ইহা জপোপনয়নে প্রয়োগ হইতেছে। কর্ম্মের অভ্যাসকে জপ বলে। উপ সমীপং নীয়তে যেন কর্ম্মণা

তজ্জপনয়নম্। জপ এব উপনয়নম্ ইতি জপোপনয়নম্। বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মের অভ্যাসের দ্বারা আত্মার সমীপস্থ হওয়া যায় এবং তদ্দ্বারা সমগ্র শরীরে মিত্রত্ব অর্থাৎ সমকর্ম্মিত্ব উপস্থিত করে; ইহা ব্যক্ত করাই এই মন্ত্রন্যাসের উদ্দেশ্য।

অথ গায়ত্রীধ্যানম্।

(অনন্তর গায়ত্রীর ধ্যান)

(প্রাতর্গায়ত্রীং)

ওঁ কুমারীমৃগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্॥

অর্থ। প্রাতঃকালে গায়ত্রীকে কুমারী, ঋগ্বেদযুতা, ব্রহ্মরূপা, হংসস্থিতা, কুশহস্তা এবং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতা এইরূপ চিন্তা করিবে।

আভাস। প্রত্যেক কর্ম্মের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে গায়ত্রী বা বিশুদ্ধবুদ্ধি ত্রিবিধরূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়াহ্নকালে যথাক্রমে এই ত্রিবিধ রূপেরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রাতে বা কর্ম্মের আদিতে ইচ্ছাশক্তি, মধ্যে বা কর্ম্মকালে ক্রিয়াশক্তি এবং সায়াহ্নে বা কর্ম্মান্তে জ্ঞানশক্তি যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের শক্তিরূপে অত্র কল্পিতা হইয়াছে। এক একটি মন্ত্রে এক একটি রূপ ধ্যেয় হইতেছে।

প্রাতে যথা:—অস্ফুটভাবে যাহাতে সকলই বিদ্যমান এবম্বিধ বাঙ্ময়ী শক্তিমাত্র কুমারী অর্থে বোদ্ধব্য। ঋগ্বেদ যাহাতে সংযুক্ত অর্থাৎ সংকল্পময়ী ইচ্ছারূপিণী আদ্যাশক্তি কর্ম্মের প্রারম্ভে যাহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তাহাই এই কুমারীর রূপ। ঋচ্ শব্দের অর্থ প্রবর্ত্তন। যাহা হইতে সকল প্রবর্ত্তিত হয়, সেই আদিভূত সত্য-সংকল্পই ঋক্ শব্দের প্রতিবোধক। ব্রহ্মরূপা অর্থাৎ শব্দরূপা; বিমল প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে সংকল্পের

রূপ শব্দমাত্রেই অবস্থিত থাকে। ইহা বৃহৎ এবং পূর্ণ। হংসস্থিতা অর্থাৎ ইহার আসন হংস। ইহার অর্থ প্রাণায়ামে দ্রষ্টব্য। কৌ পৃথিব্যাং শেতে ইতি কুশঃ; কুশ অর্থে শরীর। অতএব শরীর যাঁহার হস্ত বা কর্ম্মকরণের অবলম্বন্ তাঁহার নাম কুশহস্তা। সূর্য্যমণ্ডলে সংস্থিতা অর্থাৎ সম্যকস্থিতি-বিশিষ্টা। সূর্য্যমণ্ডলের বা সংশয়-নিশ্চয়াদি দ্বাদশভাব সমন্বিত সমগ্র কর্ম্ম-বুদ্ধির অভ্যন্তরে এই অস্ফুটা বাঙ্ময়ী শক্তি কুমারীরূপে বিদ্যমানা। পুরাণে ইহা মহাকালীরূপে বর্ণিতা হইয়াছে।

ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীম্।
যুবতীঞ্চ যজুর্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্॥ (বিচিন্তয়েদিত্যর্থঃ)

অর্থ। মধ্যাহ্নে গায়ত্রীকে বিষ্ণুরূপা, গরুড়স্থা, পীতবস্ত্রা, যুবতী, যজুর্বেদ-যুতা এবং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতা এইরূপ চিন্তা করিবে।

আভাস। ইহা দ্বারা গায়ত্রীর ক্রিয়াশক্তির বিকাশ দেখাইতেছেন। ক্রিয়াশক্তি সমগ্র শরীরকে বেষ্টন করিয়া আছে বলিয়া ইহা ক্রিয়াকালে বিষ্ণুরূপা। বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি ইতি বিষ্ণুঃ। গরুড়াসন শব্দের অর্থ প্রাণায়ামে দ্রষ্টব্য। পীত পৃথিবীর বর্ণ। গন্ধস্পর্শরূপরসাত্মক জগৎ বাসনারূপে আত্মাকে আবরণ করে বলিয়া ক্রিয়াশক্তিকে পীতবসনা বলিয়াছেন।

"অকারঃ পৃথিবী জ্ঞেয় পীতবর্ণেন সংযুতঃ।
অন্তরীক্ষং উকারস্তু বিদ্যুদ্বর্ণ ইহোচ্যতে॥" তন্ত্রম্।

ইনি যুবতী যেহেতু ক্রিয়াকালে সমগ্র শরীর পূর্ণ উন্মেষ প্রাপ্ত হয়। বিষয়ে যোজনাহেতু যজু ইহার বেদ। বিষয়ের এবং শরীরের সংযোগ ক্রিয়া-নামে কথিত। মহালক্ষ্মী নামে পুরাণে ইহা উক্ত হইয়াছে।

ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদসমাযুতাম্॥ (বিচিন্তয়েদিত্যর্থঃ)

অর্থ। সায়াহ্নে গায়ত্রীকে শিবরূপা, বৃদ্ধা, বৃষবাহিনী, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থা এবং সামবেদযুতা এইরূপ চিন্তা করিবে।

আভাস। ইহা লয় অবস্থার পরিবোধক। কর্ম্মান্তে জ্ঞান প্রকাশ হয় বলিয়া ইনি শিবরূপা। ক্রিয়ার পরিণতি বৃদ্ধত্বের পরিচায়ক। বৃষাসনের অর্থ প্রাণায়ামে দ্রষ্টব্য। কর্ম্মান্তে চিত্ত সমতায় অবস্থিত হয় বলিয়া সাম ইহার বেদ। "যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে"। ইঁহাকে পুরাণে মহাসরস্বতী নামে বলা হইয়াছে।

(এবং প্রাতরাদি কালভেদেন যথাক্রমং গায়ত্রীং সাবিত্রীং সরস্বতীং ধ্যায়ন্ ঊর্দ্ধস্তিষ্ঠন্ প্রাতরূর্দ্ধোত্তানকরৌ মধ্যাহ্নে তথা তিষ্ঠন্ তির্য্যক্করৌ সায়মুপবিষ্টোঽধোমুখৌ করৌ কৃত্বা অনামিকা মধ্যমূল-পর্ব্বদ্বয় কনিষ্ঠামূলাদি পর্ব্বত্রয়-অনামিকাগ্রপর্ব্বমধ্যমাগ্রপর্ব্বতর্জ্জন্যগ্রাদিপর্ব্বত্রয়রূপদশপর্ব্বসু অঙ্গুষ্ঠাগ্র-যোগেন)

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

(ইতি দশধা জপ্ত্বা সমর্থশ্চেৎ শতধা সহস্রধা বাপি) ॥ ১৬ ॥

অর্থ। এবম্প্রকারে প্রাতরাদি কালভেদে যথাক্রমে গায়ত্রী, সাবিত্রী এবং সরস্বতীকে ধ্যান করিয়া ঊর্দ্ধে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকালে ঊর্দ্ধমুখ-শায়িত হস্তে (চিৎহস্তে), মধ্যাহ্নে ঊর্দ্ধে অবস্থান পূর্ব্বক পার্শ্বশায়িত হস্তে (কাৎহস্তে) এবং সায়াহ্নে উপবেশন পূর্ব্বক অধোমুখ হস্তে (উপুড় হস্তে) অনামিকার মধ্য ও মূল এই দুই পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার তিনপর্ব্ব, অনামিকার মধ্যমার ও তর্জ্জনীর পর্ব্বাগ্রত্রয় এবং শেষে তর্জ্জনীর মধ্য ও মূল এই দুই পর্ব্বে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠযোগে দশ সংখ্যা পূরণপূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবে। সমর্থ হইলে শত বা সহস্রবার পর্য্যন্ত জপ করিবে।

গায়ত্রীর অর্থ যথা—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। ওঁ দেবস্য সবিতুঃ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ তৎবরেণ্যং ভর্গঃ ধীমহি যো (ভর্গঃ) নঃ (অস্মাকং) ধিয়ঃ (বুদ্ধিবৃত্তীঃ কর্ম্মাণি বা ইতি মহীধরভাষ্যম্) প্রচোদয়াৎ (প্রকর্ষেন চোদয়তি প্রেরয়তি আত্মনি সংযোজয়তি ইত্যর্থঃ)। ওঁ শব্দের অর্থ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য। ভূঃ (কায়) ভুবঃ (মন) এবং স্বঃ (বাক্য) এই তিনটির দ্বারা কায়মনবাক্যাত্মক কর্ম্মদেহকে নির্দ্দেশ করিতেছেন।

সবিতৃদেবের কায়মনবাক্যাত্মক শরীরব্যাপী সেই বরণীয় তেজ আমরা ধারণা করি, যে তেজ বা উৎসাহের প্রভাবে আমাদিগের ধীশক্তি (কর্ম্ম সকল) তত্ত্বে প্রেরিত হইয়া থাকে অর্থাৎ আত্মাতে উপনীত হয়।

আভাস। "গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাৎ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ।
যা সন্ধ্যা সা তু গায়ত্রী দ্বিধাভূতা প্রতিষ্ঠিতা।
সন্ধ্যা উপাসিতা যেন বিষ্ণুস্তেন উপাসিতঃ॥"

জগতের প্রসবকর্ত্তা বলিয়া সূর্য্যকে সবিতা বলিতেছেন। সর্ব্বলোক প্রসবনাৎ সবিতা সতু কীর্ত্ত্যতে। "ধা" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন "ধীমহি" অর্থে ধারয়ামঃ অর্থাৎ ধারণা করিতেছি এই পদ হইয়াছে। বাহ্য জগতে সূর্য্য যেরূপ জগৎ প্রকাশ করেন, তদ্রূপ অন্তর্জগতে বা শরীরে মনবুদ্ধিঅহংকার সর্ব্বক্ষেত্রকে প্রকাশ করিয়া থাকে। সেই হেতু শরীরে এই মনবুদ্ধি-অহংকারই সবিতা বলিয়া উক্ত হয়। দ্যোতন অর্থাৎ প্রকাশকরণহেতু এই মনবুদ্ধিঅহংকার দেবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

"যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥" গীতা।

ভর্গঃ যথা—ভেতি ভাসয়তে লোকো রেতি রঞ্জয়তি মহীং। গকারঃ ব্যক্তিরূপশ্চ ভর্গঃ ইত্যভিধীয়তে॥ "ভ" বাক্য, "র" মন, "গ" ব্যক্তি বা

কায়ের রূপ। কায়মনবাক্যাত্মক শরীররূপ আধারে আধেয়রূপে যে উৎসাহ বা পুরুষত্ব অবস্থিত, তাহাই ভর্গ শব্দের বিজ্ঞানানুমোদিত অর্থ। বরেণ্যং শ্রেষ্ঠং ফলকামনারহিতম্। গীতায় বলিতেছেন যথা—

"দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥" গীতা।

আমার মনবুদ্ধিঅহংকার সমতায় অবস্থিত হইয়া সেই বিশুদ্ধবুদ্ধি সংগ্রহ করুক, যাহার প্রভাবে কায়মনবাক্যাত্মক শরীরে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসকল আত্মায় সমাপ্ত হইতে পারে অর্থাৎ কায়ে, মনে এবং বাক্যের দ্বারা যত কিছু কর্ম্ম করি, সে সমস্তই যেন আত্মযোগ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অখণ্ড ও একরস আনন্দে পর্য্যবসিত হয়। বিশুদ্ধ মনবুদ্ধিঅহংকার আমাকে অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা অহংকারকে কায়মনবাক্যাত্মক আত্মাতে সংস্থাপন করুক ইহাই অভিপ্রায়।

মনবুদ্ধিঅহংকারের সংযমই প্রকৃত সাধন, যেহেতু ইহারাই কর্ম্মদেহের প্রধান কারণ এবং তেজ বা উৎসাহরূপে কায়মনবাক্যাত্মক শরীরে স্ফুরিত হয়। ইহারাই জীবের কর্ম্মের সহকারী এবং সুখদুঃখাদি ফলের ভোক্তা; ইহারা সংযত হইলেই জীব বিমুক্তসঙ্গ হইয়া নির্ব্বাণলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবতীগীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিতেছেন—

"মনোবুদ্ধিরহঙ্কারো জীবস্য সহকারিণঃ।
স্বকর্ম্মবশতস্তাত ফলভোক্তার এব তে॥

সর্ব্বং বৈষয়িকং তাত সুখং বা দুঃখমেব বা।
ত এব ভুঞ্জতে নাত্মা নির্লেপঃ প্রভুরব্যয়ঃ॥
ততো জ্ঞানবিচারেণ মোহং ত্যক্ত্বা বিচক্ষণঃ।
সুখী ভবেন্মহারাজ ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥"

এই মনবুদ্ধিঅহংকারকে শাস্ত্রে তৈজসশরীর নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহারই প্রসন্নতা সম্পাদন মুক্তির নামান্তর মাত্র। বেদশাখাতে বলিয়াছেন—

"নারায়ণি তৈজসশরীরে পরমাত্মন্ প্রসীদ তে নমো নমঃ॥"

এতদ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে, গায়ত্রীদ্বারা আমরা স্থূলে পরিদৃশ্যমান্ সূর্য্যের বাহ্যিক তেজের উপাসনা করি না, পরন্তু সর্ব্বক্ষেত্রের প্রকাশক মন-বুদ্ধিঅহংকাররূপ অন্তরাত্মার উপাসনা করিয়া থাকি, যাহা প্রসন্ন হইলে আনন্দময় পরমাত্মা প্রকাশ হয়েন এবং সকল দুঃখের অবসান হইয়া থাকে। ইহাই গায়ত্রী রহস্য।

ওঁ মহেশবদনোৎপন্না বিষ্ণোর্হৃদয়সম্ভবা। ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥ ১৭॥ (ইত্যনেন বিসর্জ্জয়েৎ।)

অর্থ। হে গায়ত্রি দেবি! তুমি মহেশের বদন হইতে উৎপন্ন হইয়া বিষ্ণুর হৃদয়ে প্রকাশ হইয়াছ এবং ব্রহ্মা কর্তৃক সম্যক্ প্রকারে অনুজ্ঞাতা বা পশ্চাৎ গৃহীতা হইয়াছ। হে দেবি! যথা ইচ্ছা গমন কর।

আভাস। বিশুদ্ধবুদ্ধি কি প্রকারে অব্যক্ত আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া থাকে তাহাই অত্র উপদেশের বিষয়। মহেশ অর্থে অব্যক্ত আত্মা, বিষ্ণুর হৃদয় শব্দে শরীরব্যাপিনী ক্রিয়াশক্তিময়ী প্রকৃতিকে বুঝাইতেছে। ব্রহ্মার অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা অহংকারের আদেশ-

বর্ত্তিনী হইয়া এই বিশুদ্ধবুদ্ধি যথাসুখে অর্থাৎ যদৃচ্ছাক্রমে ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তর, বিষয় হইতে বিষয়ান্তর এবং ভাব হইতে ভাবান্তর গমন করিতেছে। বিশুদ্ধবুদ্ধি যাঁহার আজ্ঞাবর্ত্তিনী তাঁহার সকল কর্ম্মই ব্রহ্ম-কর্ম্ম। এই অবস্থার পরিচায়ক শাস্ত্রবাক্য যথা—

"যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরং পদম্।
তত্র তত্র পরং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমবস্থিতম্॥"

কার্য্য, কারণ এবং কর্তৃত্বের প্রকৃতিই হেতু; প্রবৃত্তিকর্ম্মে ফলকামী অহংকার হস্তক্ষেপ না করিলে প্রকৃতি নিজ স্বভাবোচিত কর্ম্মই সম্পাদন করিয়া থাকে; অতএব প্রকৃতির ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম সম্পন্ন হয় বলিয়াই "যথেচ্ছা" শব্দ অত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার ভাবার্থ এই যে, প্রাকৃতিক কর্ম্ম প্রকৃতিই করুক, আমি যেন তাহাতে অহংকর্ত্তাভাব উৎপন্ন করিয়া সুখী বা দুঃখী না হই। এবম্বিধ প্রকৃতিকে তন্ত্রে আগমময়ী পূর্ণাপ্রকৃতি বলিয়াছেন। তন্ত্র বলিতেছেন যথা—

"আগতঃ শিববক্ত্রাত্তু নির্গতো গিরিজাননে।
মতঞ্চ বাসুদেবস্য আগমোঽয়ং প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

ওঁ অনেন জপেন ভগবন্তাবাদিত্যশুক্রৌ প্রীয়েতাম্। ওঁ আদিত্যশুক্রাভ্যাং নমঃ॥ ১৮॥ (ইতি জলাঞ্জলিং দদ্যাৎ)।

অর্থ। এই জপদ্বারা ভগবান আদিত্য ও শুক্র প্রীত হউন। আদিত্য ও শুক্রকে নমস্কার। এই বলিয়া জলাঞ্জলি দিবে।

আভাস। এই জপদ্বারা অর্থাৎ এই প্রকার অভ্যাস করিলে আদিত্য ("আদানাদিন্দ্রিয়াণাং তু আদিত্য ইতি চোচ্যতে।" বায়ুপুরাণম্ দ্বাদশোঽ-ধ্যায়ঃ) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয়ের আকর্ষণকারিণী কর্ম্মবুদ্ধি এবং শুক্র (শুক্রাৎ সঞ্জায়তে রজঃ ইতি অনুগীতা) অর্থাৎ পৌরুষ বা সামর্থ্য উভয়ে

একত্র হইয়া কর্ম্মে সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। শুক্র অগ্নি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধ অহং বা অগ্নি এবং পৌরুষ একই অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে।

(অথ আত্মরক্ষাং কুর্য্যাৎ ।•)

অর্থ। তৎপরে আত্মরক্ষা করিবে। মন্ত্র যথা—

জাতবেদস ইত্যস্য কশ্যপ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥ ১৯ ॥

(ইতি শিরসি রক্ষাং কুর্য্যাৎ)

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের উপরিভাগদ্বারা শিব (জ্ঞানস্থান) স্পর্শ করিবে।

অর্থ। জাতবেদস ইত্যস্য কশ্যপঃ ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ অগ্নিঃ দেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সোমং সুনবাম; অরাতীয়তঃ বেদঃ নিদহাতি; সঃ অগ্নিঃ নঃ বিশ্বা দুর্গাণি অতিপর্ষৎ (সর্ব্বানি দুঃখানি অতিক্রম্য সুখং জ্ঞাপয়তু); নাবা সিন্ধুম্ ইব (সঃ অগ্নিঃ) দুরিতা (পাপানি) অতি (পারয়তু)।

জাতবেদস ইত্যস্য মন্ত্রস্য ঋষিঃ কশ্যপ অর্থাৎ সুরাসুরাণাম্ সৃজ্যমানানাম্ আদিভূতঃ। অনেন সদসদ্রূপস্য দ্বন্দ্বস্যৈকত্রীকরণং প্রদর্শিতম্। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ অর্থাৎ কায়মনোবাক্যাত্মকে শরীরে সর্ব্বঃ প্রকাশতে। অত্রাগ্নির্দেবতা অর্থাৎ বিশুদ্ধোঽহংভাবঃ সর্ব্বপ্রকাশকঃ। আত্মরক্ষারূপে কর্ম্মণি বিনিযুক্তঃ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞোঽহংভাবঃ সদসৎদ্বন্দ্বরহিতঃ সন্ যদা কায়মনোবাক্যাদিষু শরীরেষু কর্ম্ম সম্পাদয়তি তদা সর্ব্বানি কর্ম্মাণি আত্মরূপানি স্যুঃ আত্মরক্ষা চ ভবেৎ।

জাতানি ভূতবস্তুনি কায়মনোবাক্যাদিষু দেহেষু ত্রিধা বিষয়ান্ বেদ জানাতি সঃ জাতবেদঃ। সর্ব্বভূতজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ। সোমং সোমরসং উত্তম-কর্ম্মানুরাগং সুনবাম সুচয়াম। জাতবেদসঃ অগ্নিরূপস্য আত্মনঃ প্রীত্যর্থম্ ইত্যর্থঃ। তস্মিন্ কর্ম্মানুরাগে শত্রুমিব আচরতি সতি বেদঃ বেদ্যবিষয়ান্ নিদহাতি নিতরাং নাশং করোতি (বিষয়াভিমানী অহংকারঃ)। সঃ অগ্নিঃ শুদ্ধঃ অহংচৈতন্যঃ বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বানি দুর্গাণি দুঃখানি অতিপর্ষৎ অতিপারয়তু. সর্ব্বানি দুঃখানি অতিক্রম্য সুখং জ্ঞাপয়তু। নাবা যথা সমুদ্রং তারয়তি তথা সঃ অগ্নিঃ শুদ্ধঃ অহংচৈতন্যঃ পাপানি অতিপারয়তু।

এই মন্ত্রের ঋষি হইয়াছেন কশ্যপ। সুর এবং অসুর এই উভয়ের আদি পুরুষ হইলেন কশ্যপ। এই সুরাসুর সদসদ্রূপে চিত্তে অবস্থান করে। অতএব সুরাসুরের আদিপুরুষ কশ্যপ বা সদসদ্রূপ দ্বন্দ্বাত্মক চিত্তবৃত্তির একত্রীকরণ এই মন্ত্রের প্রকাশক। কায়মনবাক্যাত্মক শরীরে এই প্রকার বিশুদ্ধ দ্বন্দ্বরহিত চিত্তবৃত্তি পরিস্ফুট হয়, বলিয়া ইহা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে ব্যক্ত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকাশক বিশুদ্ধ অহংভাব বা অগ্নি ইহার দেবতা। আত্মরক্ষারূপ কর্ম্মে ইহার বিনিয়োগ দেখাইতেছেন অর্থাৎ যদি সর্ব্বজ্ঞ বিশুদ্ধ অহংভাব চিত্তে স্ফুরিত হইয়া দ্বন্দ্বরহিত বৃত্তির সহিত কায়মনবাক্যাদি দেহে কর্ম্ম সম্পাদন করে তাহা হইলে সকল কর্ম্মই আত্মযোগ প্রাপ্ত হয় এবং আত্মরক্ষা হইয়া থাকে।

সুষুম্নাবিবরস্থিত জ্ঞানময় শুদ্ধচৈতন্যই জাতবেদ নামে কথিত। ইনি অগ্নিরূপ। এবম্বিধ সর্ব্বভূতজ্ঞ অগ্নি বা শুদ্ধ অহংচৈতন্যের উদ্দেশে বা প্রীতির জন্য উত্তম কর্ম্মানুরাগের উৎপত্তি করি, ইহা বলিতেছেন। কর্ম্মানুরাগ বিপরীতাভিমুখী হইলে শত্রুরূপী হইয়া থাকে ; সুতরাং এই অর্থ হইতেছে যে, ঐ কর্ম্মানুরাগ শত্রুর ন্যায় আচরণ করিলে বেদ অর্থাৎ বেদ্য-বিষয়গুলি নাশ প্রাপ্ত হয়।

"বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনাজিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥" গীতা।

তাই প্রার্থনা করিতেছেন যে, শুদ্ধ জ্ঞানময় অহংচৈতন্য (আত্মার অনুকূলে থাকিয়া) সকল দুঃখের নাশ করুন অর্থাৎ কর্ম্মসকল আত্মায় উপনীত হইয়া আত্মার প্রীতিকর হউক। নৌকাদ্বারা যেরূপ (সমুদ্র বা নদী) পার হওয়া যায়, তদ্রূপ জ্ঞানময় আত্মা আমাদিগকে সকল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করুন।

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥" গীতা।

ঋতমিত্যস্য কালাগ্নিরুদ্রঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো রুদ্রো দেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্মপুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্। ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ॥ ২০॥

(ইতি কৃতাঞ্জলির্জপেৎ।)

[অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া জপ করিবে।]

অর্থ। ঋতমিত্যস্য মন্ত্রের কালাগ্নিরুদ্র ঋষি, অনুষ্টুভ্ ছন্দঃ, রুদ্র দেবতা, রুদ্রের উপাসনাতে প্রয়োগ হয়। ঋতং (সত্যসংকল্পস্বরূপং) সত্যং (তৎ প্রতিপালনম্) পরং (প্রকৃতেঃপরং), ব্রহ্মপুরুষং (পুরুষোত্তমং পুরে শেতে পুরিষু শয়ানং বা ইতি পুরুষঃ) কৃষ্ণপিঙ্গলং (কৃষ্ণো ধূমমার্গো মনোবৃত্তিঃ পিঙ্গলঃ শুক্লমার্গো বুদ্ধিবৃত্তিঃ এতদুভয়ং যো ধারয়তি সঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ তং সুষুম্নামার্গস্থিতং জ্ঞানময়ং পুরুষং; "ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না সূক্ষ্মরূপিনী। সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্ব্বগং সর্ব্বতোমুখম্"॥ "এতজ্জ্ঞানং মহেশানি সুষুম্নাবিবরে স্থিতম্ ইত্যাদি) ঊর্দ্ধলিঙ্গং (ঊর্দ্ধং আত্মরূপেন লিঙ্গম্ ব্যাপ্তম্)

বিরূপাক্ষং (বিগতং রূপম্ ইন্দ্রিয়ার্থঃ অক্ষম্ ইন্দ্রিয়ম্ চ ইতি বিরূপাক্ষঃ) বিশ্বরূপং (বিশ্ব এব রূপঃ সর্ব্বরূপ ইত্যর্থঃ) নমো নমঃ।

আভাস। আত্মরক্ষাদ্বারা দুঃখের নাশ হইলে যে সুখস্বরূপ আত্মা প্রকাশ হয়েন, তাহার লক্ষণ অত্র বলিতেছেন। কালাগ্নিরুদ্র দেবাদিদেব—মহাদেবের একটি নাম বিশেষ। ইহা সংহার মূর্ত্তির পরিচায়ক।

দেবী পুরাণে বলিতেছেন যথা—

"তস্য যুগসহস্রান্তে ব্রহ্মাণ্ডানাং ক্ষয়ঙ্করম্।
তংবিদ্ধি কালরুদ্রেতি সৌম্যরূপং সদাশিবম্॥
সিংহরূপা মহাঘোরা মহানক্রা মহাবলা।
কালাগ্নিরুদ্ররূপো যো বহুরুদ্রসমাবৃতঃ॥ ইত্যাদি"

গীতাতে বলিয়াছেন—

"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।"
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥"

লয় অবস্থার স্বরূপের উপলব্ধি এই মন্ত্রে উপদেশ করিতেছেন। কর্ম্ম, কর্ম্মের বিষয় এবং কর্ম্মকর্ত্তা এই তিনের লয়ে একমাত্র আত্মাই প্রকাশ থাকেন, এই জন্যই ইনি সর্ব্বসংহারক কালাগ্নিরুদ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। অনুষ্টুভ্ বা জ্ঞানশক্তি ইহার ছন্দ। ইহা বাঙ্ময় রূপ মাত্র, যেহেতু আত্মা বাঙ্ময়রূপেই সদা বিরাজমান্।

"সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥"

রুদ্র অর্থাৎ লয়শক্তি ইহার দেবতা এবং রুদ্রোপস্থানে অর্থাৎ লয়কর্ম্মে ইহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে। উপরে লিখিত ত্রিতয়ের লয়ে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, ইহাই তাৎপর্য্য।

"জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্য্যমাণে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে॥" তন্ত্রম॥

ঋতং সত্যং ইত্যাদি বিশেষণ গুলির অর্থ যথা—

আদিতে উৎপন্ন সংকল্প এবং কর্ম্মে তাহার প্রতিপাদন এই উভয়ে একত্র হইলে পুরুষোত্তম প্রকাশ হইয়া থাকেন। ইনি কীদৃশ? পর অর্থাৎ (মনোবুদ্ধ্যাদি) প্রকৃতির অতীত, মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি এই উভয়েব ধাবক আত্মারূপে সকল বিষয়ে পরিব্যাপ্ত, বিশিষ্টরূপবর্জ্জিত এবং ইন্দ্রিয়াতীত অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থের এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত এবং সর্ব্বরূপ অর্থাৎ যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থই তাঁহার রূপ; তাঁহাকে নমস্কার এবং পুনঃ নমস্কার।

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ওঁ বরুণায় নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ রুদ্রায় নমঃ॥ ২১॥ (ইত্যনেন জলাঞ্জলীন্ দত্ত্বা)

অর্থ। ব্রহ্মা, বরুণ, বিষ্ণু ও রুদ্র ইহাদিগের প্রত্যেককে আমি তর্পণ করি। এই বলিয়া জলাঞ্জলি দিবে।

আভাস। ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানাত্মক ত্রিবিধ দেহ যাহা কায়মনোবাক্যাত্মক শরীর নামে কথিত হইয়াছে এবং এই ত্রিতয়ের ধারক কর্ত্তা অহংকার ইহারা সকলে তৃপ্ত হউক, ইহা অভিপ্রায়।

পূর্ব্বলিখিত মন্ত্রে উক্ত আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে কায়মনোবাক্যাত্মক শরীর এবং তদধিষ্ঠিত কর্ত্তারূপী অহংকার সকলেই প্রসন্ন থাকে, ইহাই বোদ্ধব্য।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥ ২২॥
ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥ (ইতি সূর্য্যায় অর্ঘ্যং দত্ত্বা)

অর্থ। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ সূর্য্যদেব। তুমি সকলের প্রকাশকর্ত্তা বিশ্ব বা শরীরব্যাপী তেজের অর্থাৎ বলবীর্য্য এবং উৎসাহের আধার, জগৎ অর্থাৎ ভূতগণের প্রসবিতা, যেহেতু যাবতীয় ভূতবস্তু তোমা হইতেই উৎপন্ন হয়; তুমি শুচি, যেহেতু তোমার প্রকাশে মনের কামসংকল্প এবং শরীরের সকল দোষ প্রশমিত হয়, তুমি সকল কর্ম্মের প্রদাতা অর্থাৎ তুমি প্রকাশ হইলে সংযোগবিয়োগাদি সকল কর্ম্মই সমাধা হইয়া থাকে। তোমাকে এই অর্ঘ্য প্রদান করি।

আভাস। যে বুদ্ধিকে বা বুদ্ধ্যাশ্রিত অহংকে অবলম্বন করিয়া সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে, যিনি আভাসচৈতন্য বা আগম নামে [illegible] কথিত যাঁহাদ্বারা এই বিশ্ব বা শরীর প্রকাশিত হইয়া থাকে। [illegible] যাবতীয় কর্ম্ম যাঁহার প্রভাবে [illegible] হইতেছে এরূপ প্রকাশ-শক্তি-সমন্বিত হংসমার্ত্তণ্ড ভৈরবরূপ যে সূর্য্যদেব বা বুদ্ধ্যাশ্রিত অহং তাঁহারই স্মরণার্থ এই মন্ত্রের অবতারণা। এই বুদ্ধ্যাশ্রিত অহংকে অবলম্বন পূর্ব্বক সৎস্বরূপ আত্মার যে উপাসনা হইয়া থাকে, তাহা বেদে সূর্য্যোপাসনা, তন্ত্রে আগমের বিধান এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে মাধ্যমিক পন্থা, ইত্যাদি বলিয়া উক্ত হইয়াছে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলিতেছেন—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে সূর্য্য প্রণাম করিবে।

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥ ২৩॥

(ইতি প্রণমেৎ)